EASY LESSONS

ON

MONEY MATTERS;

TRANSLATED BY

GOPAUL CHUNDER DUTT.

ধন-বিধান।

অর্থাৎ

ধন-বিষয়ক সরল পাঠ।

শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

Calcutta.

Printed by [illegible] & Co., No. 67, Emambarry Lane, Cossitollah.

1862.

কলিকাতা।

কসাইটোলার এমামবাড়ী লেনের ৬৭ নম্বর ভবনে

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক

মুদ্রিত।

নির্ঘণ্ট

পাঠ	পৃষ্ঠাঙ্ক
১—ধন (Money)	১
২—বিনিময় (Exchange)	৪
৩—বাণিজ্য (Commerce)	৬
৪—মুদ্রা (Coia)	১০
৫—মূল্য (Of Value) প্রথম অংশ (Part I.)	১৪
ঐ (Do.) দ্বিতীয় অংশ (Part II.)	২০
৬—পরিশ্রমের মূল্য (Wages) প্রথম অংশ (Part I.)	২৩
ঐ (Do.) দ্বিতীয় অংশ (Part II.)	২৬
৭—ধনী এবং দুঃখী (Rich and Poor) প্রথম অংশ (Part I.) ...	৩৩
ঐ (Do.) দ্বিতীয় অংশ (Part II.)	৩৭
ঐ (Do.) তৃতীয় অংশ (Part III.)	৪৩
৮—মূলধন (Capital) প্রথম অংশ (Part I.)	৪৮
ঐ (Do.) দ্বিতীয় অংশ (Part II.)	৫২
ঐ (Do.) তৃতীয় অংশ (Part III.)	৫৬
৯—কর (Taxes) প্রথম অংশ (Part I.)	৬১
ঐ (Do.) দ্বিতীয় অংশ (Part II.)	৬৭
ঐ (Do.) তৃতীয় অংশ (Part III.)	৭১

পাঠ পত্রাঙ্ক

১০—ভাড়া দেওয়া এবং ভাড়া লওয়া (Letting and Hiring) প্রথম অংশ (Part I.) ৭৪

ঐ (Do.) দ্বিতীয় অংশ (Part II.) ৭৬

ঐ (Do.) তৃতীয় অংশ (Part III.) ৮৪

ঐ (Do.) চতুর্থ অংশ (Part IV.) ৮৮

১১—মনুষ্যের পরস্পর কর্ম্মের সংস্রব (Interference with Men's Dealings with each other) প্রথম অংশ (Part I.) ৯৩

ঐ (Do.) দ্বিতীয় অংশ (Part II.) ৯[illegible]

ঐ (Do.) তৃতীয় অংশ (Part III.) ১০৩

বিজ্ঞাপন।

ইহ সংসারে ধন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। ধন ব্যতীত সাংসারিক ব্যক্তি কোন প্রকারেই প্রকৃত রূপে সুখী হইতে পারেন না। ধনাভাব হইলে সাংসারিক ব্যক্তিকে সমুদায় জগৎসংসার একপ্রকার অন্ধকারময় দেখিতে হয়। ধন সাংসারিক সুখের এক প্রধান উৎস স্বরূপ। এই জগৎ-সংসারকে একপ্রকার ধনময় ব্যাপার বলিলেও বলা যাইতে পারে। এমন স্থলে সকল বালককেই বয়োবৃদ্ধি হইলে যখন এক দিন অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, স্বরূপ সংসার ধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে, তখন বাল্য-কালাবধি তাহাদিগের এমন গুরুতর বিষয়ের জ্ঞান সংযোগ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু সুকুমারমতি বালকদিগের শিক্ষার্থে অদ্যাপি কেহই ধনবিষয়ক কোন গ্রন্থ প্রচার করেন নাই, সুতরাং ইহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব রহিয়াছে। এই অসদ্ভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার নিমিত্ত আমার কতিপয় কৃতবিদ্য বন্ধু, অল্পবয়স্ক বালকদিগের পাঠোপযোগী ধন-বিষয়ক কোন গ্রন্থ লিখিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদিগের সেই অনুরোধে “ইজি লেসন্স অন্ মনি মেটর” নামক ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিয়াছি। ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন ধন-বিষয়ক কথা নহি;

প্রায় প্রত্যেক পাঠেই তদানুসঙ্গিক নীতিঘটিত অনেক কথা আছে। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোন কোন স্থান অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত, এবং কোন কোন স্থান আবশ্যক বোধে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালকদিগের বোধসৌকর্য্যার্থে দৃষ্টান্তগুলি এতদ্দেশীয় উপযোগী করা গিয়াছে। ইহাতে অগত্যা কতিপয় নূতন শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। অতি সরল ভাষায় মূলগ্রন্থকর্ত্তার ভাবার্থ অবিকল প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। ফলতঃ এ গ্রন্থোৎপাদ্য বিষয় যেরূপ কঠিন ও কর্কশ, এবং আমার বিদ্যা বুদ্ধি যেরূপ অল্প, তাহাতে আদ্যোপান্ত সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত হওয়া অসম্ভব। তথাপি যে উদ্দেশে ইহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কথঞ্চিৎ সুসিদ্ধ হইলেই সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত কালীন আদ্যোপান্ত যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত।

নিবাধই
১ লা, অগ্রহায়ণ
১২৬৯।

ধন-বিধান।

১ পাঠ।

ধন।

ধন কি প্রয়োজনীয় বস্তু! যদি ধনরূপ বস্তুর ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের কোনপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিত। দেখ! কোন তন্তুবায়ের পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত তণ্ডুল, কাষ্ঠ এবং লবণের আবশ্যক হইলে, সে ব্যক্তি বস্ত্র ব্যতীত এই সকল দ্রব্য লাভার্থে আর কিছুই বিনিময়স্বরূপ দিতে পারিত না। সুতরাং তাহাকে বস্ত্র দিয়া বস্ত্রের মূল্যানুসারে তণ্ডুলব্যবসায়ীর নিকট হইতে তণ্ডুল লইতে হইত, এবং কাষ্ঠ ও লবণ ব্যবসায়ীর নিকটেও এইরূপ করিতে হইত।

কিন্তু যদি তখন সেই তণ্ডুলব্যবসায়ীর বস্ত্রের আবশ্যক না থাকিয়া তৈলের আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে সেই তন্তুবায়কে অবশ্য এমন এক জন তৈলব্যবসায়ীর নিকট যাইতে হইবে যাহার বস্ত্রের আবশ্যক আছে, এবং প্রথমতঃ বস্ত্রের সহিত তৈলের বিনিময় করিয়া, [illegible] তাহাকে সেই তৈলের [illegible] হইত।

এই রূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইদানীন্তন কালের আর সীমাপরিসীমা থাকিত না। কিন্তু টাকার ব্যবহার প্রচলিত থাকাতে উক্তরূপ কষ্টরাশি এককালে দূর হইয়াছে। যে ব্যক্তির যখন যাহা আবশ্যক হইতেছে টাকা দ্বারা সে তৎক্ষণাৎ তাহা অনায়াসেই পাইতেছে। তণ্ডুল-ব্যবসায়ী টাকা পাইবামাত্রই তণ্ডুল দিতেছে, কেননা সে বিলক্ষণ জানে, যে যখন তাহার বস্ত্র, কাষ্ঠ, তৈল, লবণ প্রভৃতি যে কোন বস্তুর প্রয়োজন হইবে, টাকা-বিনিময়ে সে তৎক্ষণাৎ তাহা পাইতে পারিবে। এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ, ধনের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, মনুষ্যের একটি দ্রব্য অপর একটি দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিতে অনর্থক কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইত।

ধর্ম্মশাস্ত্রে অতিরিক্তধনলালসা অনুচিত বলিয়া উক্ত আছে। ফলতঃ ইহ সংসারে ধন অথবা অন্য কোন অনিত্য বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম। কারণ পার্থিব সুখে মগ্ন হইলে পরম পিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ ও মনন করা সুকঠিন হইয়া উঠে। অনেকে কেবল ধনসংস্থানে, অত্যুত্তম আহারে, অপেয় সুরাপানে, এবং সুদৃশ্য বেশ ভূষায় অতীব অনুরক্ত, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, এ সকল সুখ যে অকিঞ্চিৎকর ইহা তাঁহারা এক বারও বিবেচনা করেন না।

ন্যায়ানুগত দরিদ্রতা দূর করা যাইতে পারে, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষারূপ দরিদ্রতা কস্মিন্ কালে কিছুতেই দূর করা

যায় না। নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তি কালসহকারে ধনবান্ হইতে পারে, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির যত কেন ধনাগম হউক না, তথাপি তাহাকে চিরকাল প্রকৃত দরিদ্র ভাবে থাকিতে হইবে। কারণ সে ব্যক্তি আপনার হস্তগত ধন ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, এবং অহরহঃ কেবল ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত ব্যগ্র থাকে।

পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা যে সকল সুখদ বস্তু প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে যত্নবান্ হওয়া আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধনের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে কোনরূপ অন্যায় বিষয়ে ধন ব্যয় করা উচিত নহে। কিন্তু কেবল আপনার দেহ সুখার্থে ধন ব্যয় করিলে ধনের সদ্ব্যবহার করা হয় না। দুঃখী লোকদিগের দুঃখমোচন এবং দেশোপকারের নিমিত্ত ধন দান করা নিতান্ত আবশ্যক। আকাশের শিশিরে যেমন সমুদায় জগতের মঙ্গল সাধন হয়, ধার্ম্মিক ব্যক্তির ধন দ্বারা সেইপ্রকার সর্ব্বসাধারণের উপকার হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধনের সদ্ব্যবহার করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুমধুর সুখানুভব করেন!

দুঃখী ব্যক্তির কোনরূপ দুঃখ মোচনে ধন কি উপযোগী বস্তু! দেখ! যদি কোন দুঃখী ব্যক্তির এমন একটি বস্তুর অভাব হয়, যে সে বস্তুটি তখন আমার নিকটে নাই, অথবা সেটি তখন তাহাকে দিলে আমার বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে হয়, এমন স্থলে তাহাকে টাকা

দিলে, সে তদ্দ্বারা অনায়াসেই তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করিয়া লইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখ; ইহাতে উভয়ের কেমন সুবিধা হইয়া থাকে।

সিপাইদিগের রাজবিদ্রোহের পর, ১২৬৭ সালে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে অস্মদ্দেশীয় এবং বিলাতস্থ লোকেরা, তথাকার দুঃখী লোকদিগের দুঃখনিবারণার্থে, সর্ব্বসাধারণের নিকট চাঁদা করিয়া টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা টাকা প্রেরণ না করিয়া তণ্ডুল প্রেরণ করিতেন, তাহা হইলে অনর্থক বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত, হয়তো তণ্ডুলের অভাবে আমাদিগের এবং বিলাতবাসীদিগেরও মহাকষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে টাকা প্রেরণ করাতে সেই টাকায় তাহাদিগের দুর্ভিক্ষের সমুদায় দুঃখ দূর হইয়াছিল, এবং আমাদিগের ও বিলাতবাসীদিগেরও কোন কষ্ট হয় নাই।

২ পাঠ।

বিনিময়।

লোকে প্রতিবাসীর নিকট কোনপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে না গিয়া স্বয়ং তাহা প্রস্তুত না করে কেন?

যদি কোন তন্তুবায়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়,

যে সে তাহার ব্যবহারোপযোগী চৌকী, সিন্দুক, বাক্স,—থালা, ঘটী, বাটী,—হাঁড়ি, সরা, কলসী প্রভৃতি দ্রব্য স্বয়ং কেন প্রস্তুত না করে। তাহা হইলে সে উত্তর করিবে, যে শত শত চৌকী প্রস্তুত করিতে সূত্রধরের যে সকল অস্ত্রের আবশ্যক, একখানি চৌকী রীতিমত প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাহারও সেই সমুদায় অস্ত্রের প্রয়োজন। এবং যদি তাহাকে স্বয়ং সেই সকল অস্ত্র এবং সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে হয়, তবে তাহার কর্ম্মকারের জাঁতা, নাই, এবং হাতুড়ীর আবশ্যক। এবং ঐ সমস্ত কর্ম্মে অনভ্যাস প্রযুক্ত অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও সে কখন উৎকৃষ্ট অস্ত্র এবং চৌকী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে না। বস্ত্র বয়ন করিতে তাহার তদপেক্ষা অল্প পরিশ্রম হইবে, এবং একখানি চৌকী নির্ম্মাণ করিতে তাহার যে সময় লাগিবে, তাহার মধ্যে সে এত বস্ত্র বয়ন করিবে, যে তাহার মূল্যে দ্বাদশখানি চৌকী অনায়াসেই ক্রয় করিতে পারিবে। সূত্রধর যদি বস্ত্র বয়ন করিবার চেষ্টা পায়, তবে তাহাতে তাহার বিস্তর ক্ষতি হইবে। এইরূপ অনভ্যস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, কাঁশারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী মাত্রেরই নিশ্চয় ক্ষতি হইবে। অতএব, যে ব্যক্তি যে কর্ম্মে নিপুণ তাহার সেই কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, আপন আপন পরিশ্রমজাত দ্রব্যের সহিত পরস্পর বিনিময় করাই সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক।

অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপ বিনিময়প্রথা প্রচলিত নাই। তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র,— মৎস্য ধরিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা, ছিপ, বড়শী, সূতা,— এবং শিকার করিবার তীর, ধনুক, বরসা প্রস্তুত করে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেকে অল্পপরিমাণ ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় অতি দুঃখী লোকদিগের অপেক্ষাও এরূপ অসভ্য জাতিদিগের অবস্থা অনেক অংশে নিকৃষ্ট। চর্ম্ম অথবা বল্কল তাহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র; অতি কদর্য্য যৎসামান্য পর্ণকুটীর বাসস্থান; শূন্যগর্ভ বৃক্ষ নৌকা; এবং অতি জঘন্য তীর ধনুক প্রভৃতি শিকারের অস্ত্র। যেখানে প্রত্যেকে আপন আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে, সেখানে কোন দ্রব্যই সুন্দর রূপে প্রস্তুত হয় না; এবং এরূপ অসভ্য দেশে প্রায় শত শত অসভ্যকে অনাহারে থাকিতে হয়। কিন্তু তথায় আমাদিগের সহস্র সহস্র লোক পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

---

৩ পাঠ।

বাণিজ্য।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত বিবিধপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করে। এইরূপ দ্রব্যবিনিময়কেই বাণিজ্য কহা যায়। সকল দেশে কিছু সকল প্রকার

প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় না; কিন্তু বিনিময় দ্বারা প্রত্যেকদেশীয় লোক ভিন্ন ভিন্ন দেশোৎপন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করে। দেখ! ইংলণ্ডদেশে তুলা * উৎপন্ন হয় না। অস্মদ্দেশে এবং আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের ও আমেরিকানদিগের, ইংরাজ জাতির ন্যায় শিল্পনৈপুণ্য এবং বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উত্তম যন্ত্র না থাকাতে, আমরা ও আমেরিকানেরা অল্প ব্যয়ে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারি না; একারণ আমাদিগের দেশের এবং আমেরিকার অধিকাংশ তুলা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, এবং আমরা ও আমেরিকানেরা তাহার বিনিময়ে বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হই। এইরূপ ইংরাজেরাও স্বদেশোৎপন্ন বিবিধপ্রকার দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিয়া আমাদিগের দেশ হইতে ধান্য, রেসম, নীল, পাট প্রভৃতি স্বদেশে লইয়া যান। ইহাতে উভয় জাতিই পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন সাধন করিয়া উপকৃত হইয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে চা, চিনি, এবং কমলালেবু উৎপন্ন হয় না। একারণ ইংরাজেরা ছুরি, কাঁচি এবং বস্ত্র বিনিময়ে চীনদেশ হইতে চা, ওয়েষ্ট ইনডিস হইতে চিনি,

---

* ইংলণ্ডে উষ্ণ গৃহে (Hot House) তুলা, নীল, ধান্য প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অধিক ব্যয় হইয়া থাকে, এবং অধিক পরিমাণে উৎপন্ন না, হওয়াতে তদ্দ্বারা কোন বিশেষ উপকার সাধন হয় না।

এবং পোর্টুগেল হইতে কমলালেবু আপনাদিগের দেশে লইয়া যান। কারণ চীন, ওয়েষ্ট ইনডিস, এবং পোর্টুগেল বাসীরা তাঁহাদিগের ন্যায় ঐ সকল দ্রব্য সুন্দর রূপে এবং অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত করিতে পারে না। দেখ ! ইহাতে প্রত্যেক দেশীয় লোক স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত না করিয়াও তদপেক্ষা কেমন অধিক সুখ সচ্ছন্দে আছে।

বাণিজ্যপক্ষে জলপথ কি মহোপযোগী ! যদিও সমুদ্র ভিন্ন ভিন্ন দেশকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বাণিজ্যের যেরূপ সুবিধা হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা করিলে, সমুদ্র পৃথক্ পৃথক্ দেশকে এক প্রকার একত্রিত করিয়া রাখিয়াছে বলিতে হইবেক। দেখ ! যদি ভারতবর্ষ অবধি ইংলণ্ড পর্য্যন্ত কেবল স্থলপথই থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডবাসীরা আমাদিগের দেশ হইতে তুলা, রেসম, নীল এবং পাট প্রভৃতি দ্রব্য তাঁহাদিগের দেশে লইয়া যাইতে পারিতেন না। কেননা ঐ সকল দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যাপেক্ষা গাড়ীভাড়া অনেক পড়িত। এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ, একখানি জাহাজে যেপরিমাণ দ্রব্য ধরে, সেইপরিমাণ দ্রব্য যদি একখানি শকটোপরি দেওয়া হয়, তবে সেই শকট লইয়া যাইবার জন্য কত বলদের প্রয়োজন, এবং পথিমধ্যে সেই সকল বলদের আহারের নিমিত্ত কত ব্যয়, এবং তাহাদিগের বিশ্রামের জন্য কত সময়ের আবশ্যক।

বায়ু অর্ণবযানের বদলস্বরূপ। উহার নিমিত্ত কিছুমাত্র ব্যয় নাই; কেবল পাইলমাত্র বিস্তার করিয়া দিলেই জাহাজ পরিচালিত হইয়া থাকে। আর সমুদ্র স্বভাবসিদ্ধ পথস্বরূপ হওয়াতে বাণিজ্যার্থে পথ নির্ম্মাণের আবশ্যক নাই, সুতরাং তজ্জন্য গুরুতর অর্থব্যয়ও হয় না।

অপর, জাহাজ কিম্বা নৌকা জলে ভাসমান হওয়াতে অতি সহজেই চলে; স্থলপথের শকটের ন্যায় টানিতে হয় না। একারণ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নদ নদী এবং সমুদ্রের অভাবে স্থানে স্থানে খাল খনন করা হইয়াছে। যদি কোন খালে জোয়ার ভাঁটার অসুবিধার জন্য নৌকা টানিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে চারি কিম্বা পাঁচ জন লোকেই অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্থলপথে সেই নৌকা তাহার দ্বিগুণ লোকেও কোন ক্রমে নাড়িতে পারে না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত সদ্ভাব রাখিয়া বাণিজ্য করিলে, উভয় জাতিরই সুখ সমৃদ্ধি এবং ধন বর্দ্ধন হইতে পারে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এক জাতি অপর জাতির সুখ সচ্ছন্দতা দেখিয়া দুর্জ্জয় লোভরিপুর পরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাতে উভয় জাতির যে কত অনিষ্টাপাত হইয়া থাকে তাহা বর্ণনাতীত। যাঁহারা যুদ্ধকে মহানর্থের কারণ বলিয়া স্বীকার না করেন, ঈশ্বরপ্রদত্ত বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহাদিগের সকলি বৃথা।

৪ পাঠ।

মুদ্রা।

লোকে কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্য স্বর্ণ এবং তাম্র মুদ্রার সহিত আপন আপন দ্রব্য বিনিময় করে? এই প্রশ্ন যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে সে উত্তর করিবে, যে এই সকল মুদ্রিত ধাতুখণ্ড (মুদ্রা) দ্বারা আমি যে কোন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহিব তাহাই পাইব। ইহাতে তন্তুবায় আমাকে বস্ত্র, তণ্ডুলব্যবসায়ী তণ্ডুল, এবং অন্যান্য ব্যবসায়িগণ আপন আপন বিক্রেয় দ্রব্য দিবে। অনন্তর যদি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা যায়, যে তন্তুবায় এবং তণ্ডুলব্যবসায়ী ইহাতে কেন তাহাকে বস্ত্র ও তণ্ডুল দিবে; তবে সে কহিবে, যে এই সকল মুদ্রা (ধন) বিনিময় দ্বারা তাহারাও অপরের নিকট আপন আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবে।

কিন্তু কি রূপে প্রথমে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইল? কি প্রকারে প্রথমে মনুষ্যমাত্রে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র খণ্ডের সহিত বস্ত্র এবং ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভৃতি বিনিময় করিতে সম্মত হইল? ঐ সকল ধাতুখণ্ড তো পুনর্ব্বার কোন দ্রব্যের বিনিময় স্বরূপ দেওয়া ব্যতীত, অন্য কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রায় কেহই ব্যবহার করে না? এবং কেনই বা প্রস্তর ও কাষ্ঠ খণ্ড প্রভৃতি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইল না?

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে মুদ্রাতে রাজনিয়মানুসারে রাজমুখ মুদ্রিত থাকাতেই মুদ্রা ধনস্বরূপ এবং উহার মূল্য হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। যদি একটি আদুলিপরিমাণ তাম্রখণ্ডে রাজমুখ মুদ্রিত করিয়া তাহাকে আদুলি বলা যায়, এবং সেই আদুলি লইয়া কোনপ্রকার মিষ্ট সামগ্রী ক্রয় করিতে যাওয়া যায়, তবে প্রকৃত রৌপ্য আদুলিতে যে পরিমাণে মিষ্ট সামগ্রী পাওয়া যাইবে, সেই তাম্র আদুলিতে কখনই সে পরিমাণে পাওয়া যাইবে না। রাজনিয়মে তদ্রূপ তাম্রখণ্ডকে আদুলি বলাইতে পারে বটে, কিন্তু কেবল নামেই তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে না। ঐ ব্যক্তি সেই আদুলি না পাইলে প্রকৃত আদুলির মূল্যানুযায়ী দ্রব্য কেহই কাহাকে দিবে না। অতএব, রাজনিয়ম অথবা রাজমুখমুদ্রাঙ্কনই মুদ্রার মূল্যের কারণ নহে।

অপর যদি কতকগুলি রৌপ্যের আদুলি গলাইয়া চাপ্‌বদ্ধ করা যায়, এবং সেই চাপখানি কোন স্বর্ণকারের নিকট বিক্রয় করিতে যাওয়া যায়, তবে সেই আদুলিগুলিন গলিত হইবার পূর্ব্বে তাহার যে মূল্য ছিল, চাপবদ্ধ অবস্থাতেও স্বর্ণকার তাহার প্রায় সেই মূল্য দিবে। স্বর্ণমুদ্রাও এইরূপ করিলে তাহার প্রকৃত মূল্যের প্রায় ন্যূনতা হয় না। কারণ রৌপ্য বা স্বর্ণ, মুদ্রা, অলঙ্কার, ঘটী, বাটী, থালা প্রভৃতি যে কোন অবস্থায় থাকুক

না কেন, তাহার প্রকৃত মূল্য কোন অবস্থাতেই ন্যূন হয় না। তবে গলিত করিতে গেলে যৎকিঞ্চিৎ যাহা অপচয় হয়, তাহা গণ্য নহে। যদিও তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণের ন্যায় বহুমূল্য ধাতু নহে, কিন্তু তাহাও কড়া হাতা প্রভৃতি যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তথাপি তাহার প্রকৃত মূল্যের কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে না। যদি স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর মূল্য পূর্ব্বে কিছু না থাকিত, তাহা হইলে কেহই উহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করিত না।

কোন কোন জাতির মধ্যে মুদ্রা ধনস্বরূপ ব্যবহৃত না হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য অনেক বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আফ্রিকার কোন কোন নিগ্রোজাতির মধ্যে কড়িই ধনস্বরূপ প্রচলিত আছে। তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা কড়ি গ্রন্থন পূর্ব্বক ভূষণস্বরূপ গলদেশে পরিধান করে। ৬০ কড়া কড়িতে তাহারা এক দিবসের যথেষ্টপরিমাণ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। অপর আফ্রিকার কোন কোন স্থানে একরূপ ও একাকার তুলানির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ডের মুদ্রার ন্যায় প্রচলন আছে। সকলপ্রকার দ্রব্যের সহিত ঐ সকল বস্ত্রখণ্ড বিনিময় হইয়া থাকে। যাহাদিগের সেই সকল বস্ত্র পরিধানের আবশ্যক নাই, তাহারাও বিনিময়ের জন্য সেই সকল বস্ত্র সঞ্চয় করিয়া রাখে।

কিন্তু কড়ি এবং বস্ত্রখণ্ড, রৌপ্য এবং অন্যান্য ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার ন্যায়, ব্যবহার পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

খ! ধাতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় না, এবং ক্ষয় হইবারও আশঙ্কা নাই। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের যেমন অধিক মূল্য, তেমন অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে না। অতি অল্প স্থানেই বিস্তর মূল্যের স্বর্ণ এবং রৌপ্যের টাকা থাকিতে পারে। অল্প টাকা দেওয়ার পক্ষে তাম্রমুদ্রা অতি উপযোগী, কিন্তু অধিকের পক্ষে নহে। যদি একটি অশ্ব অথবা গাড়ির মূল্যস্বরূপ কেবল তাম্রমুদ্রা (পয়সা) দেওয়া যায়, তবে সেই সকল পয়সা একটি বৃহৎ মোট হইবে, এবং তাহা এক জন লোকে বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি সেই অশ্বের অথবা গাড়ির মূল্য স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যায়, তবে এক জন লোকে তাহা অনায়াসেই বহিয়া লইয়া যাইতে পারে।

অধিক টাকা দেওয়ার পক্ষে বেঙ্ক-নোট যেমন সহজ উপায় এমন আর কিছুই নহে। যদিও বেঙ্ক-নোটকে সচরাচর ধনস্বরূপ কাগজ কহা যায়, বস্তুতঃ উহা ধন নহে, কেবল ধন দিবার অঙ্গীকারপত্রমাত্র। বেঙ্ক-নোট বিনিময় করিলে যদি স্বর্ণ এবং রৌপ্য পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে বেঙ্ক-নোট লইয়া কেহই কখন কোন দ্রব্য দিত না। যত দিন মনুষ্যের এই বিশ্বাস থাকিবে, যে, তাহারা বেঙ্ক-নোটের বিনিময়ে ধন পাইবে, তত দিন তাহারা ধনের পরিবর্ত্তে বেঙ্ক-নোট গ্রহণ করিবে।

---

৫ পাঠ।

মূল্য।

প্রথম অংশ।

ধনস্বরূপে ব্যবহার করিবার জন্য স্বর্ণ এবং রৌপ্য অত্যন্ত উপযোগী। কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যেমন অধিক মূল্য তেমন অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে না। এজন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যকে বহুমূল্য ধাতু কহা যায়।

কিন্তু লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ ও রৌপ্য বহুমূল্য ধাতু কেন? লৌহের ন্যায় স্বর্ণ ও রৌপ্য তো আমাদিগের অধিক প্রয়োজনীয় নহে। ছুরি, কাঁচি, হাতা, বেড়ী, কোদাল, কুঠার প্রভৃতির অভাবে আমাদিগকে অপরিসীম ক্লেশ পাইতে হয়, এবং এই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য লৌহে যেমন উত্তম রূপে প্রস্তুত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। স্বর্ণ ও রৌপ্যে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইলে কোন উপকার দর্শে না।

লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য এত অধিক হইল কেন ইহা সম্যক্ রূপে বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে জানা আবশ্যক, যে কোন বস্তু অধিক প্রয়োজনীয় হইলেই যে তাহার মূল্য অধিক হয় এমন নহে। দেখ, বায়ু এবং জলের ন্যায় কোন বস্তুই অধিক প্রয়োজনীয় নহে, কেননা জল ও বায়ু ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারি না। কিন্তু জল ও বায়ু সর্ব্বত্রেই প্রচুর

রিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া জল ও বায়ুর মূল্য নাই। কোন দ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর বিনিময় করিতে হয় না। তবে যে স্থানে জল দুষ্প্রাপ্য, সেখানে অবশ্যই ক্রয় করিতে হয়। আফ্রিকার বালুকাময় মহাপ্রান্তরে জল পাওয়া যায় না, সেখানে পর্য্যটকেরা জল পাইলে মহানন্দে ক্রয় করেন। জলঘটিত অনেক বিবাদ বিসম্বাদের কথা খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রে উক্ত আছে।

ফলতঃ যেখানে নদ নদী এবং সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় থাকে, সেখানে জলদ্বারা বিস্তর মহোপকার সাধন হয়; কিন্তু যেখানে জল দুষ্প্রাপ্য, এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্তও লোককে ক্রয় করিতে হয়, সেখানে জলদ্বারা কোন উপকার হয় না। এমন স্থলে দুষ্প্রাপ্যতাই জলের মূল্যের কারণ। যেখানে লৌহ দুষ্প্রাপ্য, সেখানে লৌহেরও অধিক মূল্য হইয়া থাকে। ইউরোপীয় অনেকানেক নাবিকেরা কহিয়াছেন, যে তাঁহারা এমন সকল দ্বীপে গিয়াছিলেন, যেখানে লৌহ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে তত্রত্য বাসীরা কতকগুলি লৌহ গজালের সহিত বরাহ বিনিময় করিয়াছিল।

সকল ধাতুর মধ্যে লৌহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, এজন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে অনেক দেশেই লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যদিও লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বটে, তথাপি উহার মূল্য আছে ; কারণ পরিশ্রমপূর্ব্বক খনি হইতে উত্তোলন

করিতে হয়, এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত না করিলে আমাদিগের কোন উপকারে আইসে না। যদি উপলখণ্ডের ন্যায় ছুরি, কাঁচি গজাল প্রভৃতি স্বভাবতঃ সুলভ হইত, তাহা হইলে উহার কিছুমাত্র মূল্য থাকিত না; কারণ তজ্জন্য কাহাকে কিছুই বিনিময় করিতে হইত না। এক্ষণে মূল্য দিয়া ছুরি কাঁচি প্রভৃতি গ্রহণ করাতে আমাদিগের যে উপকার হইতেছে, স্বভাবজাত ছুরি, কাঁচি গজাল প্রভৃতি দ্বারাও অবিকল তদ্রূপ হইত।

দুষ্প্রাপ্যতা সামান্যতঃ দ্রব্যের মূল্যের কারণ বটে, কিন্তু যে দ্রব্যলাভে মনুষ্যের অভিলাষ নাই, সে দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহার কোন মূল্য হয় না। দেখ! অনেকানেক প্রস্তর অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু সেই সকল প্রস্তরের কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য না থাকাতে, এবং আমাদিগের কোন উপকারে না আসাতে, সে সকল প্রস্তরের কিছুই মূল্য নাই; কারণ লোকে সেই সকল প্রস্তরের সহিত কিছুই বিনিময় করে না। এস্থলে সুলভতাই বিনিময় না করিবার কারণ নহে, কেবল অনভিলাষই তাহার একমাত্র কারণ। অতএব কোন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলেই যে তাহার মূল্য হয় এমন নহে, তাহা লাভের অভিলাষও তৎপ্রতি এক প্রধান কারণ।

কিন্তু যে সকল প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য অথচ সুন্দর, যদিও সেই সকল প্রস্তর কেবল আমাদিগের অঙ্গভূষণ ব্যতীত

প্রায় আর কিছুতেই ব্যবহৃত হয় না, তথাপি সেই সকল প্রস্তর বহুমূল্য। যেমন হীরক, চুনি, পান্না প্রভৃতি প্রস্তর। অনেকানেক ব্যক্তি এই সকল বহুমূল্য প্রস্তর ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ দ্বারা অঙ্গশোভা সাধন করিবার অভিপ্রায়ে অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতিরিক্ত ধনোপার্জ্জন করেন।

এই সকল বহুমূল্য অঙ্গভূষণ লাভের ইচ্ছা তাঁহাদিগের কেবল সুন্দর দেখাইবার নিমিত্ত নহে, লোকের নিকট ধনবান্ বলিয়া পরিচয় দেওয়া ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ ঐ সকল বহুমূল্য ভূষণ ধনবানের লক্ষণস্বরূপ, এবং যাঁহারা তদ্দ্বারা অঙ্গশোভা সাধন করেন, তাঁহারা লোকের নিকট অতি ধনবান্ বলিয়া গণ্য হয়েন। হীরক, পান্না, চুনি নির্ম্মিত অলঙ্কার, এবং স্বর্ণ রৌপ্য খোচিত রেশমের বস্ত্র অপেক্ষা, পরম সুন্দর বন্য পুষ্প এবং সূতানির্ম্মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র দ্বারা মনুষ্যকে সুন্দর দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু বন্য পুষ্প ও সূতানির্ম্মিত বস্ত্র প্রায় সকলেই ব্যবহার করিতে সক্ষম, এজন্য অলঙ্কারপ্রিয় স্ত্রীজাতি, লোকের নিকট আপন আপন ধনগৌরব প্রকাশ করিবার জন্য, বহুমূল্যের বেশভূষা পরিধান করিতে পুরুষাপেক্ষা অধিক অভিলাষ করে।

যদিও অতি শোভনীয় বহুমূল্য বেশ ভূষায় কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি যাঁহার যেমন অবস্থা তাঁহার

তদনুরূপ বেশ ভূষা করায় কোন দোষ হইতে পারে না, কিন্তু ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়! যে কেহ কেহ আপনার অবস্থার অতীত বহু মূল্যের বেশ ভূষা পরিধানপ্রিয় হইয়া অচিরাৎ আপনাকে নিদারুণ দুঃখের অবস্থায় পাতিত করে। এরূপ ব্যক্তির বেশ ভূষায় সর্ব্বদা যে ধন ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা যদি সে প্রয়োজনীয় অশন বসন প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় করে, তবে তাহার বিস্তর উপকার হইতে পারে। মলীন ও গলিত বস্ত্রে যেমন কোন সুচিক্কণ কর্ম্ম শোভা পায় না, সেই রূপ যাহার যেমন অবস্থা তাহার তদতিরিক্ত বেশ ভূষাও শোভা পায় না; তদ্দ্বারা কেবল তাহাকে লোকের নিকট উপহাস্য ও ঘৃণিত হইতে হয়।

উপরে বোধ হয় এক প্রকার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যে, যে বস্তু দুষ্প্রাপ্য, অর্থাৎ যাহা সহজে পাওয়া যায় না, তাহা, যদি সৌন্দর্য্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত মনুষ্যের অভিলষিত হয়, তবে নিশ্চয় সে বস্তুর মূল্য হয়। এবং যে বস্তু অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, অর্থাৎ যাহা বিস্তর কষ্টে পাওয়া যায়, তাহার মূল্য নিশ্চয় অধিক হয়।

এই কারণেই স্বর্ণ এবং রৌপ্য, লৌহ অপেক্ষা অধিক-মূল্যবিশিষ্ট। যদি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সৌন্দর্য্য না থাকিত, এবং আমাদিগের কোনপ্রকার ব্যবহারে না আসিত, তাহা হইলে কাহারই উহা লাভের অভিলাষ

হইত না। কিন্তু অভিলষিত অথচ অপেক্ষাকৃত অধিক দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে, লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য অধিক হইয়াছে। অতি অল্প দেশে অত্যল্প পরিমাণে স্বর্ণ এবং রৌপ্য পাওয়া যায়। বিশেষতঃ স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় সুকঠিন। অতীব পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন কোন নদীর বালুকা ধৌত করিলে ধূলি আকারে স্বর্ণ লাভ হয়। প্রায় আট সের রৌপ্য লাভে যে ব্যয় এবং পরিশ্রম হয়, অর্দ্ধ সের স্বর্ণ লাভে প্রায় তাহাই হইয়া থাকে। এই কারণে অর্দ্ধ সের স্বর্ণের সহিত প্রায় আট সের রৌপ্যের বিনিময় হইতে পারে।

দুষ্প্রাপ্যতা এবং অভিলাষ ব্যতীত বিনিময়যোগ্যতাও বস্তুর মূল্যের প্রতি অপর একটি কারণ। দেখ, স্বাস্থ্য সকল মনুষ্যেরই অভিলষিত, কিন্তু সকলের ভাগ্যে স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ হয় না। এজন্য কখন কখন স্বাস্থ্যকে বহুমূল্য বস্তু বলা যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য কেহই কাহারো সহিত বিনিময় করিতে পারে না, সুতরাং স্বাস্থ্যকে বহুমূল্য বস্তু বলা অসঙ্গত। যদি স্বাস্থ্য বিনিময়যোগ্য বস্তু হইত, তাহা হইলে কত শত অসুস্থশরীরী ধনবান্ ব্যক্তি শত শত অথবা সহস্র সহস্র মুদ্রা বিনিময়ে, সুস্থশরীরী দুঃখী লোকদিগের স্বাস্থ্য ক্রয় করিতেন, এবং বোধ হয় কত শত দুঃখী লোক নিদারুণ দৈন্যা-বস্থা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত অর্থলোভে পরমাহ্লাদে আপন আপন স্বাস্থ্য বিনিময় করিত। অর্থলোভে

তাহারা আপন আপন অঙ্গ পর্য্যন্তও ছেদন করিতে পারে বটে, কিন্তু সে অঙ্গ পরাঙ্গে সংলগ্ন করিতে পারে না। অনেকে যেমন বুদ্ধিদোষে অপরিমিতাচার দ্বারা সর্ব্ব সুখের নিদানভূত স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে, তাহারাও তদ্রূপ ব্যবহারে আপন আপন স্বাস্থ্যরত্ন বিনষ্ট করিতে পারে, কিন্তু পরের সহিত তাহা কখনই বিনিময় করিতে সক্ষম হয় না।

দ্বিতীয় অংশ।

যে সকল পাঠার্থীর পূর্ব্বোক্ত পাঠটি নূতন বলিয়া বোধ হইবে, তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকল আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

১ প্রশ্ন—বায়ুর মূল্য নাই কেন ?

উত্তর—যদিও বায়ু আমাদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু বায়ুর জন্য কাহাকে কিছু বিনিময় করিতে হয় না।

২ প্রশ্ন—কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য শ্রীহীন অব্যবহার্য্য প্রস্তরের মূল্য নাই কেন ?

উত্তর—যদিও সে সকল প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্তু তাহা কাহারো অভিলষিত নহে।

৩ প্রশ্ন—সুস্থ শরীর দ্রব্যের ন্যায় মূল্যবিশিষ্ট হইল না কেন ?

উত্তর—যদিও সুস্থ শরীর সকলের অভিলষিত, এবং সকলের ভাগ্যে স্বাস্থ্যসুখ সংঘটন হয় না বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য কেহ কাহারো সহিত দ্রব্যের ন্যায় বিনিময় করিতে পারে না, সুতরাং উহার মূল্য নাই।

৪ প্রশ্ন—কোদালের মূল্য আছে কেন ?

উত্তর—প্রথমতঃ, ব্যবহার্য্য বলিয়া লোকের অভিলষিত,—দ্বিতীয়তঃ, দুষ্প্রাপ্য ; —অর্থাৎ বিনামূল্যে কেহই পাইতে পারে না ; এবং তৃতীয়তঃ, বিনিময়যোগ্য ;—অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত উহা বিনিময় করিতে পারে।

৫ প্রশ্ন—কোদালের অপেক্ষা একখানি রৌপ্য থালার মূল্য এত অধিক কেন ?

উত্তর—যদিও কোদালের ন্যায় রৌপ্য থালা অধিক প্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু লৌহ অপেক্ষা রৌপ্য অধিক দুষ্প্রাপ্য, কারণ খনি হইতে উত্তোলন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

পরিশ্রমই যখন অভিলষিত বস্তু লাভের উপায়, তখন মনুষ্যকে সহজেই তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে হয় ; এবং যে সকল বস্তু বহুমূল্য তাহা লাভার্থে সচরাচর সমধিক পরিশ্রম আবশ্যক। ইহাতে কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে পরিশ্রমই বস্তুর মূল্যের কারণ, কিন্তু ইহা

তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম। পরিশ্রমানুসারে দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয় না, এবং যে দ্রব্য লাভে অধিক পরিশ্রম হয়, তজ্জন্য সে দ্রব্যের মূল্য অধিক হয় না। প্রত্যুত যে দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, সেই দ্রব্য লাভে মনুষ্য অধিক পরিশ্রম করে। দেখ! ধীবরেরা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সহ্য করিয়া অপরিসীম পরিশ্রম সহকারে নদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ে মৎস্য ধরে, কারণ তাহারা সেই সকল মৎস্য বিক্রয় করিয়া অধিক মূল্য পায়। কিন্তু যদি কোন ধীবর সমস্ত রজনী যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া কেবল একটিমাত্র ক্ষুদ্র মৎস্য ধরে, এবং যদি অপর এক জন তাহার ন্যায় সমান পরিশ্রম করিয়া সহস্রটি ধরে, তবে সেই সহস্রটি মৎস্য যে মূল্যে বিক্রয় হইবে, একটি মৎস্য কি সেই মূল্যে বিক্রয় হইবে? ইহা সচরাচর সংঘটন হইয়া থাকে, যে নদীতে এবং পুষ্করণীতে রোহিত কাতালা প্রভৃতি মৎস্য লম্ফ প্রদান করিতে করিতে তটোপরি আসিয়া পড়ে, সেই সকল মৎস্য ধরিতে যদিও কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না, কিন্তু তজ্জন্য কি তাহাদিগের মূল্য ন্যূন হইয়া থাকে? যদি কোন ব্যক্তি শুক্তি ভক্ষণকালীন তন্মধ্যে একটি মুক্তা পায়, যদিও সেই মুক্তা লাভার্থে তাহাকে সমস্ত দিবস জলমধ্যে থাকিতে হয় নাই, কিন্তু সেই কারণে কি সেই মুক্তার মূল্য ন্যূন হইবে?

অতএব পরিশ্রম বস্তুর মূল্যের কারণ নহে; কিন্তু

স্বয়ং মূল্যোপযোগী হওয়াতেই মনুষ্য তল্লাভার্থে পরিশ্রম করিয়া থাকে। অলস হওয়া মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে, এজন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর এরূপ পরমাশ্চর্য্য কৌশল করিয়াছেন, যে বিনাপরিশ্রমে মনুষ্য কোন অভিলষিত, সুখদ এবং প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে না।

---

৬ পাঠ।

পরিশ্রমের মূল্য।

প্রথম অংশ।

কয়েকগুলি পরিশ্রমী লোকের মূল্য অন্যের অপেক্ষা অধিক। এক জন কৃষকের অপেক্ষা এক জন সূত্রধরের মূল্য অধিক, এবং এই উভয়ের অপেক্ষা এক জন ঘটিকাকারের মূল্য অধিক। এক জনের অপেক্ষা অপর এক জনের অধিক পরিশ্রম করাই ইহার কারণ নহে।

শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমেরই এইরূপ এক নিয়ম। এক জন বণিকের মুহুরী এবং এক জন উকীল ও চিকিৎসকের মধ্যে, যদিও বণিকের মুহুরীর হিসাব রাখিবার জন্য সকলের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু সে জন্য উকীল ও চিকিৎসকের ন্যায় তাহার মূল্য অধিক হয় না।

ইহাতে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে পরিশ্রমের আধি-

ক্যের উপর মূল্যের হার নির্ভর করে না, কর্ম্মের মূল্যের উপরেই নির্ভর করে।

কিন্তু কর্ম্মের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে?

কর্ম্মের মূল্য দ্রব্যের মূল্যের ন্যায় অবিকল একরূপ। দ্রব্যের অধিক মূল্যের কারণ যেমন দুষ্প্রাপ্যতা, কর্ম্মের অধিক মূল্যের কারণও তদ্রূপ। যদি অর্দ্ধ সের তাম্র অপেক্ষা অর্দ্ধ সের স্বর্ণ পাইতে অধিক পরিশ্রম, সময় এবং ধন ব্যয় না হইত, তাহা হইলে তাম্র অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য অধিক হইত না।

কিন্তু সূত্রধর এবং কৃষকের অপেক্ষা, ঘটিকাকার ও চিকিৎসকের সংখ্যা অল্প কেন?

ইহার প্রধান কারণ এই যে, শিক্ষার নিমিত্ত অধিক টাকা ব্যয়ের আবশ্যক এবং দীর্ঘ কাল ঘটিকা ও চিকিৎসার কর্ম্ম শিক্ষা না করিলে কেহই উক্ত কর্ম্মে পারদর্শী হইতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি দীর্ঘ কাল আপনার ভরণপোষণ এবং শিক্ষকের বেতন প্রভৃতির ব্যয় করিতে সক্ষম না হয়েন, তিনি ঘটিকাকার অথবা চিকিৎসক হইতে পারেন না। কৃষক এবং সূত্রধরের কর্ম্ম অল্প কালের মধ্যে অল্প ব্যয়ে অনেকেই শিক্ষা করিতে পারে। কোন পিতাই অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়া আপনার পুত্রকে চিকিৎসকের অথবা ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণের কর্ম্ম শিক্ষা দিতেন না, যদি তাঁহার এরূপ প্রত্যাশা না থাকিত, যে সূত্রধরের অপেক্ষা তাঁহার পুত্রের উপার্জ্জন অধিক হইবে।

কিন্তু কখন কখন পিতার এই প্রবল আশা নিষ্ফল হয়। পুত্র নির্বুদ্ধিতা অথবা আলস্য বশতঃ শিক্ষিত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানাভাবে আপনার ভরণ পোষণ পর্য্যন্ত করিতে পারে না, সুতরাং এমন স্থলে তাহার শিক্ষার্থে যে গুরুতর ব্যয় হয় তাহা বিফল হইয়া থাকে। সূত্রধরের অপেক্ষা চিকিৎসকের ব্যবসায়শিক্ষা বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া চিকিৎসকের মূল্য অধিক হয় না। বহুব্যয়সাপেক্ষ বিদ্যা বলিয়া অল্প লোকে চিকিৎসক হইতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং চিকিৎসকের সংখ্যা অল্প হওয়াতেই চিকিৎসকের মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

অতএব দেখ, প্রত্যেক পরিশ্রমের মূল্যও দ্রব্যের মূল্যের ন্যায় ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। যে দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য তাহার মূল্য যেমন অধিক, সেইরূপ যে কর্ম্মের লোক-সংখ্যা অল্প তাহার মূল্যও অধিক।

বহুব্যয়সাপেক্ষ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় দৈব-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পরিশ্রমের মূল্যও অধিক। দেখ! চিত্রবিষয়ে যে ব্যক্তির দৈবশক্তি থাকে, চিত্রবিদ্যা শিক্ষার্থে তাঁহার এক জন সামান্য চিত্রকরের অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় না, অথচ তিনি অতি সুনিপুণ চিত্রকর হইয়া উঠেন; এবং চিত্রপটে অন্যান্য চিত্রকর অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম না করিয়াও দশ গুণ অধিক উপার্জ্জন করিতে পারেন। অন্যান্য চিত্রকর অপেক্ষা দৈবশক্তিসম্পন্ন চিত্রকরের অধিক আয় হওয়ারও ঐ উপরোক্ত কারণ।

দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অত্যল্প, সুতরাং তাঁহাদি-গের পরিশ্রমের মূল্যও অধিক।

উপরোক্ত দুই কারণ ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলি কা-রণে পরিশ্রমের অধিক মূল্য হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম অস্বাস্থ্যকর,—ভয়ঙ্কর,—এবং অসন্তোষজনক,—সে কর্ম্মের পরিশ্রমীদিগের মূল্য অধিক, কেননা তদ্ব্যতীত কেহই সে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। গৃহচিত্র করা, খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করা, এবং বারুদ প্রস্তুত করা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, ভয়ঙ্কর এবং অসন্তোষজনক কর্ম্ম, সুতরাং এই সকল কর্ম্মের লোকসংখ্যা অতি অল্প, এবং ইহাদিগের পরিশ্রমের মূল্যও অধিক।

দ্বিতীয় অংশ।

এক জন অপেক্ষা যখন অপর এক জন অধিক পরি-শ্রম না করে, তখন উভয়ের মধ্যে আয়ের ন্যূনাধিক্য হওয়া কেহ কেহ অন্যায় বিবেচনা করেন। ফলতঃ যদি কেহ যথেচ্ছ মূল্য দিয়া বলপূর্ব্বক কাহাকে আপনার কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করে, তবে তাহা অবশ্যই অন্যায়। আমেরিকায় ক্রীতদাসদিগের প্রভুরা তাহাদিগকে কেবল অশন বসন মাত্র দিয়া বলপূর্ব্বক কর্ম্ম করাইয়া লয়েন। এরূপ নৃশংশ ব্যবহার করা নিতান্ত অন্যায়। এইপ্রকার

ন লোককে তাহার মেষ, অশ্ব, গাড়ি, বস্ত্র, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য আমার ইচ্ছামত মূল্যে আমাকে বিক্রয় করিতে বাধ্য করা অত্যন্ত অনুচিত কর্ম্ম। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতাকে স্বাধীনতা দেওয়ায় কোন অন্যায় হইতে পারে না। ইহাতে বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের ইচ্ছামত মূল্য চাহিতে পারে, এবং ক্রেতাও সেই দ্রব্যের যে মূল্য উপযুক্ত বোধ করে, তাহা দিবার কথা বলিতে পারে। পরিশ্রমী লোক পরিশ্রমবিক্রেতা, নিয়োগকারী পরিশ্রম-ক্রেতা। এ উভয়েরই স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক।

যদি কেহ তাহার আলু, পটল, দুগ্ধ বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যের অধিক মূল্য চায়, তবে তাহার সেই অধিক মূল্য চাহিবার স্বাধীনতাতে কোন অন্যায় হইতে পারে না, কিন্তু যদি আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার সেই সকল দ্রব্য অধিক মূল্যে আমাকে ক্রয় করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে তাহা আমি অবশ্যই অন্যায় বোধ করিব। এইরূপ এক জন সামান্য পরিশ্রমী তাহার পরিশ্রমের অধিক মূল্য চাহিতে পারে, কিন্তু যদি কেহ তাহাকে সেই অধিক মূল্য দিয়া কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক না হয়, অথচ তাহার এমন ক্ষমতা থাকে, যে সেই মূল্যে সে আপনাকে নিযুক্ত করাইতে বাধ্য করিতে পারে, তবে তাহা আমার অতীব অন্যায় জ্ঞান হইবে। অপর সেই সামান্য পরিশ্রমীর উপরও যদি এইরূপ নিয়ম ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যদি তাহার কোন

সূত্রধর কিম্বা দরজী প্রভৃতির কোন কর্ম্মের প্রয়োজন না হয়, অথচ তাহার উপর তাহাদিগের এরূপ ক্ষমতা থাকে, যে তাহাদিগের ইচ্ছামত মূল্য দিয়া তাহাদিগকে তাহার নিযুক্ত করিতে হইবে, তবে সেই সামান্য পরিশ্রমী আমার ন্যায় তাহা নিশ্চয় নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করিবে।

পূর্ব্বে ইংরাজ জাতির মধ্যে রাজনিয়মানুসারে প্রত্যেক পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। যদি কেহ সেই নির্দ্ধারিত হারের ন্যূনাধিক মূল্য চাহিত বা দিত, তবে তজ্জন্য তাহার দণ্ড হইত। কিন্তু এরূপ নিয়ম দ্বারা কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। দেখ! যদি কোন সময়ে রাজনিয়মে কৃষকদিগের বেতনের হার অধিক নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রস্বামীই অধিক লোক রাখিতে পারিবে না। কেবল অত্যুর্ব্বরা ভূমি মাত্র কর্ষণ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি উপযুক্ত কৃষক রাখিবে। বিবেচনা কর ইহাতে শস্য অপেক্ষাকৃত কত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, এবং অনেক কৃষককে অনর্থক কর্ম্মশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু যদি রাজনিয়ম দ্বারা তাহাদিগের বেতনের হার নির্দ্ধারিত না থাকিত, তাহা হইলে কর্ম্মশূন্যাবস্থায় না থাকিয়া তদপেক্ষা অল্প বেতনেও আহ্লাদপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারিত। অপর যদি কোন সময়ে তাহাদিগের বেতনের হার অল্প পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়, এবং ক্ষেত্রস্বামীরা উপযুক্ত কৃষকদিগকে তদপেক্ষা অধিক মূল্য দেওয়া উচিত বোধ করে, তাহা

হইলে কোন কোন ক্ষেত্রস্বামী অধিক উপযুক্ত কৃষক রাখিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত বেতন ব্যতীত সংগোপনে তাহাদিগকে তণ্ডুল এবং অন্যান্য দ্রব্য দিতে পারে। সকল ক্ষেত্রস্বামীই যদি অধিক উপযুক্ত কৃষক রাখিবার জন্য এইপ্রকার ব্যবহার করে, তবে উক্ত নিয়ম প্রচলিত থাকায় কি ফল দর্শে।

অতএব কি পরিশ্রমী কি নিয়োগকারী, কি অন্যান্য দ্রব্য বিক্রেতা বা ক্রেতা সকলেরই আপন আপন ইচ্ছানুরূপ মূল্য চাহিবার এবং দিবার স্বাধীনতার নিয়ম থাকা মঙ্গলদায়ক। কারণ এই নিয়ম প্রবল থাকিলে পরিশ্রমী তাহার পরিশ্রমের যে মূল্য চাহিবে, নিয়োগকারী যদি তাহা দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন, তবে সেই মূল্যে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, নতুবা করিবেন না। আর অন্যান্য দ্রব্য বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের যে মূল্য চাহিবে, ক্রেতা যদি তাহা দিয়া লইতে ইচ্ছুক হয়েন, তবে লইবেন, নতুবা লইবেন না। দেখ! ইহাতে পরস্পর কাহারো কোন অন্যায় হইতে পারে না।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যানু- সারে পরিশ্রমের ন্যূনাধিক মূল্য হইয়া থাকে। তাঁহারা অনুমান করেন, যে যখন খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ হয়, তখন পরিশ্রমের মূল্য অধিক হয়; আর যখন সুলভ হয়, তখন অল্প হইয়া থাকে। অতএব দেখ, খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘতা ও সুলভতা পরিশ্রমী লোকদিগের পক্ষে উভয়ই তুল্য।

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সকলেরই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। খাদ্য দ্রব্যের ন্যূনাধিক মূল্য অনুসারে পরিশ্রমের ন্যূনাধিক মূল্য হয় না, এবং এরূপ হওয়ারও কোন বিশেষ কারণ লক্ষ্য হয় না। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে কৃষকের অপেক্ষা ঘটিকাকারের সংখ্যা অল্প। এ নিমিত্ত কৃষকের অপেক্ষা ঘটিকাকারের উপার্জ্জন অধিক। এইরূপ যখন যে কর্ম্মের পরিশ্রমী লোকের সংখ্যা অল্প হয়, তখন সেই পরিশ্রমী লোকদিগের বেতনও অধিক হইয়া থাকে। ধান্যবপন করিবার সময়ে ক্ষেত্রস্বামীদিগের সকলেরই কৃষকের আবশ্যক; এজন্য সে সময়ে কৃষক পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। তখন সকল ক্ষেত্রস্বামীই অধিক মূল্য দিয়া কৃষক রাখিতে সচেষ্ট হয়। সে সময়ে খাদ্য দ্রব্য সুলভ হইলেও তাহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য অল্প হয় না।

অপর যখন অনেক পরিশ্রমী লোক কর্ম্মের নিমিত্ত সচেষ্ট থাকে, তখন তাহাদিগের বেতন অল্প হয়। এমন কি অনেকে অসমাবস্থায় এবং অনাহারে থাকা অপেক্ষা সামান্য অশন বসন মাত্র পাইলেই কর্ম্ম করিতে চাহে। তখন যদি খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ হয়, তবে তজ্জন্য কেহই কোন পরিশ্রমী লোককে অধিক বেতন দিবে না, কারণ তখন অল্প বেতনে সকলেই পরিশ্রমী লোক পাইতে পারে। আর যখন তাহাদিগের পরিশ্রমের দ্বারা যে সকল দ্রব্য

উৎপন্ন হয়, খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ জন্য কিছু সে সকল দ্রব্যের অধিক মূল্য হয় না। দেখ! তন্তুবায় তখন তাহার বস্ত্রের এবং ছুরিকাবিক্রেতা তাহার ছুরিকার মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় সমানই পাইতে পারে। অতএব, তখন তাহার পরিশ্রমী লোকদিগের পরিশ্রমের মূল্য পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক দিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

খাদ্য দ্রব্যাদি যখন অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হয়, তখন কখন কখন এরূপ সংঘটন হইয়া থাকে, যে, যে সকল পরিশ্রমীরা অধিক মূল্য পাইয়া কোন কোন ক্ষেত্রস্বামী অথবা ব্যবসায়ীর নিকট নিযুক্ত থাকে; সেই অধিক মূল্যে তাহাদিগের সম্যক্ ভরণ পোষণ না হওয়াতে তাহারা তদধিক উপার্জ্জনের আশয়ে বর্ত্তমান কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে কর্ম্ম করিতে যায়।

অপর যখন খাদ্য দ্রব্য অত্যন্ত সুলভ হয়, তখন যদি অনেকেরই পরিশ্রমী লোকের নিতান্ত আবশ্যকতা হয়, তবে তখন তাহাদিগের ভরণ পোষণের অতিরিক্ত উপার্জ্জন হইতে পারে, কারণ তখন অধিক বেতন ব্যতীত অল্প বেতনে কেহই পরিশ্রমী লোক পাইতে পারে না।

অতএব, খাদ্য দ্রব্যের মূল্যের উপর পরিশ্রমের ন্যূনাধিক মূল্যের হার নির্ভর করে না, কেবল পরিশ্রমের প্রয়োজন এবং পরিশ্রমী লোকের দুষ্প্রাপ্যতা ও সুলভতার উপর নির্ভর করে। যখন অনেক পরিশ্রমী লোক কর্ম্মের নিমিত্ত সচেষ্ট থাকে, তখন পরিশ্রমের মূল্য অল্প হয়;

এবং যখন অনেক নিয়োগকারী পরিশ্রমী লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে ব্যগ্র হয়েন, তখন তাহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

ভবিষ্যৎ সময়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে পরিশ্রমী ব্যক্তিরা সংসারের দুরবস্থায় পতিত হইয়া বিষম কষ্টভোগ করে। তাহাদিগের নির্বুদ্ধিতাই যে তাহাদিগের এইরূপ কষ্টভোগের কারণ ইহা তাহারা বিবেচনা না করিয়া তজ্জন্য প্রায় অন্যকে দোষী করে। যদি কোন পরিশ্রমী উত্তমরূপ উপার্জ্জনকালে, ভবিষ্যৎ সময়ের নিমিত্ত কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া না রাখিয়া, নির্বুদ্ধিতা বশতঃ উপার্জ্জিত সমুদায় ধন অপরিমিত ব্যয় করে, তবে কর্ম্মশূন্য অবস্থায় অথবা যে সময়ে পরিশ্রমের মূল্য অল্প হয়, তখন যে তাহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে তাহার বিচিত্রতা কি? এইরূপ কষ্টভোগের জন্য অন্যকে তাহার দোষ দেওয়া উচিত হয় না, আপনার নির্বুদ্ধিতার প্রতিই দোষার্পণ করা বিধেয়। নিম্নলিখিত মধুমক্ষিকার গল্পটি ইহার এক উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

শীতের প্রারম্ভে একটি ফোড়িং ক্ষুধা এবং শীতে অতিশয় কাতর হইয়া, মধুপূর্ণ এক মধুক্রমের নিকট আসিয়া, ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত অতি বিনীত ভাবে মধুমক্ষিকাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ মধু যাচ্ঞা করিল। ইহাতে একটি মধুমক্ষিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি রূপে গ্রীষ্মকাল অতিপাত করিয়াছিলে, এবং আমাদিগের ন্যায় কেন

তুমি আহার সংস্থান করিয়া রাখ নাই? ফোড়িং উত্তর করিল, আমি শীতকালের বিষয় কিছুমাত্র না ভাবিয়া নৃত্য গীত এবং পানে আসক্ত হইয়া পরমাহ্লাদে সমুদায় গ্রীষ্মকাল যাপন করিয়াছিলাম। এই উত্তর শ্রবণে সেই মধুমক্ষিকা পুনর্ব্বার কহিল, আমাদিগের সময়পাত করা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; আমরা শীতকালের ভাবি অভাব দূর করণার্থে গ্রীষ্মকালে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া আহার সঞ্চয় করিয়া রাখি; কিন্তু যাহারা কেবল নৃত্য গীত এবং পানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করে, শীতকালে তাহাদিগকে নিশ্চয় ক্ষুধা এবং শীতে বিষম কষ্টভোগ করিতে হয়।

---

৭ পাঠ।

ধনী এবং দুঃখী।

প্রথম অংশ।

জীবিকার জন্য প্রায় সকলকেই অল্প বা অধিক মূল্যে পরিশ্রম করিতে হয়, তবে যাঁহারা পৈতৃক বিষয় বিভবের অধিকারী হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, অথবা যাঁহারা ভরণপোষণের উপযুক্ত ধনসঞ্চয় করিয়া ধনবান্ হয়েন, তাঁহাদিগেরই কেবল জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ধনবান্ ব্যক্তি-

দিগের মধ্যে অনেকে অনেকপ্রকার পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশে এক্ষণে কতিপয় মহাধনবান্ রাজা অত্রত্য সুপ্রিম কৌন্সেলের, কতিপয় বিপুল ধনশালী ব্যক্তি বেঙ্গল কৌন্সেলের অবৈতনিক মেম্বর হইয়াছেন, এবং কতিপয় ধনবান্ ব্যক্তি কলিকাতার শান্তিস্থাপনের জন্য অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ধনবান্ ব্যক্তি বেতনভোগী হইয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর এবং মুন্সেফ্ প্রভৃতির কর্ম্ম করিতেছেন। এই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাদিগের বড় সামান্য পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম করা তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন। উপজীবিকার জন্য পরিশ্রম করিবার উদ্দেশ্য নহে। আপন আপন বিষয় বিভব দ্বারা পরম সুখে তাঁহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই এরূপ ধনবান্ লোকের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু পরিশ্রম না করিলে কোন ক্রমেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, এরূপ লোকের সংখ্যা বিস্তর। যদিও ভূমণ্ডলে এমন কোন দেশ নাই যেখানকার সমুদায় অথবা অধিকাংশ লোক এরূপ ধনবান্ যে উপজীবিকার জন্য তাঁহাদিগের পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু এরূপ বিস্তর দেশ আছে, যেখানকার সমুদায় লোক নিতান্ত দুঃখী। যে দেশের সমুদায় লোককেই পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়;

যে দেশস্থ লোকের অবস্থা আমাদিগের দেশস্থ সামান্য পরিশ্রমী লোকদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। অসভ্য জাতির মধ্যে প্রায় সকলকেই অর্দ্ধাসনে এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিধানে থাকিতে হয়। কিন্তু যে দেশের বিষয় বিভব সুরক্ষিত থাকে, এবং লোক সকল পরিশ্রমী হয়, সে দেশের ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। তথায় যাহারা অধিক পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী হয়, তাহারা অলস এবং অপরিমিত ব্যয়ীদিগের অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করে, এবং তাহারাই কেবল সন্তান সন্ততির জন্য কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যায়। এইরূপ পিতার সন্তান সন্ততিরাই প্রচুর বিষয় বিভব অধিকার করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে।

বাল্যকালে যে সকল বালক সময়ের সদ্ব্যবহার করে, প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে শীঘ্র শিক্ষালাভ করিতে পারে, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে অধিক পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া উঠে, তাহারাই জীবিকা নির্ব্বাহের আবশ্যকের অতিরিক্ত ধনোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, এবং তাহারাও সন্তান সন্ততির জন্য কিছু ধন সম্পত্তি রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতে পারে। সেই সকল সন্তান সন্ততিরা যদি আবার পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী এবং সাবধান হইয়া সেই ধন সম্পত্তির বৃদ্ধি করিতে পারে, তবে কালসহকারে তাহা-দিগের বিলক্ষণ ধনশালী হইবার সম্ভাবনা। অনেকানেক ব্যক্তি এই প্রকারেই অস্মদ্দেশে অতি সামান্য অবস্থা হইতে ধনবান্ হইয়া উঠিয়াছেন। সকল দুঃখী লোকেই

যে ধনবান্ হইবে ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু ধনবান্ হইবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্ত হওয়া কোন মনুষ্যেরই উচিত নহে, তবে আপনার অবস্থা উন্নতি করিবার এবং সন্তান সন্ততিদিগের নিমিত্ত ধনসঞ্চয় করিবার আশা করায় কোন দোষ হইতে পারে না। সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া এই আশা যত দূর সুসিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহাতে কোন হানি নাই।

সন্তান সন্ততিদিগের ভাবি মঙ্গলের নিমিত্ত উদ্বৃত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে রাজশাসন অভাবে লোকের বিষয় বিভব সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকাতে, প্রায় কেহই উদ্বৃত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। কেহ কাহারো সঞ্চিত ধনের বিষয় জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ প্রায় তৎসমুদায় বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, অথবা তাহার মৃত্যুর পর তদুপরি আক্রমণ করে। যে সকল দেশে লোকের বিষয় বিভব এইরূপ অরক্ষিত অবস্থায় থাকে, সে সকল দেশস্থ লোকের দুরবস্থার আর সীমাপরিসীমা থাকে না; কারণ সে সকল দেশে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে কেহই চেষ্টা করে না।

তুর্ক প্রভৃতি অন্যান্য দুরাত্মাদিগের নিষ্ঠুর শাসনে অনেক অত্যুর্ব্বরা এবং বহুলোকসমাকীর্ণ দেশ একেবারে বনময় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বারবরি দেশে অত্যুত্তম রসম উৎপন্ন হইত, কিন্তু দুরাত্মা তুর্কদিগের অত্যাচারে

কেহই রেসমের ব্যবসায়ে কিছুমাত্র লাভ করিতে পারিত না; সুতরাং ক্রমে রেসমের ব্যবসায় সকলেই পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এক্ষণে তুঁতবৃক্ষের অভাবে গুঁটিপোকা উৎপন্ন না হওয়াতে রেসম আর কিছুমাত্র জন্মে না, এবং নির্বিঘ্নে রেসম ভোগ করিবে এমন আশা কাহারো না থাকাতে কেহই পুনর্ব্বার তুঁতবৃক্ষ উৎপন্ন করিতে চেষ্টা পায় না।

দ্বিতীয় অংশ।

যদি পৃথিবীস্থ সমস্ত ধনীদিগের সমুদায় ধন গৃহীত হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত দুঃখীদিগকে বিতরিত হয়, এবং ভবিষ্যতে আর কাহাকেও ধনবান হইতে না দেওয়া যায়,-তবে দুঃখী লোকদিগের অবস্থা কি অপেক্ষাকৃত উত্তম হইবে? এ বিষয় বিবেচনা করিলে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, যে তাহাদিগের অবস্থা এক্ষণকার অপেক্ষা উত্তম হওয়া দূরে থাকুক বরং আরো অধিক অধম হইবে। জীবিকার জন্য এক্ষণে তাহাদিগের যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইতেছে, তখনও তাহাদিগের তদ্রূপ করিতে হইবে; কারণ অশন বসন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কতকগুলি লোকের পরিশ্রম ব্যতীত কখনই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে যেমন অনেকে বিপুলার্থ নিয়োগ করিয়া নানাপ্রকার বৃহৎ বৃহৎ ব্যব-

ন্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক বিস্তর দুঃখী লোকদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, তখন ধনাভাবে কেহই তদ্রূপ করিতে সক্ষম হইবেন না। দুই তিন বৎসর পরে যে সকল কর্ম্মে লাভ হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কর্ম্ম যেমন অনেকে এক্ষণে দুঃখী লোকদিগকে অগ্রীম বা মাসিক বেতন দিয়া সম্পন্ন করাইতেছেন, তখন কেহই তদ্রূপ করিতে পারিবেন না। এমন কি তখন দুঃখী লোকদিগের কোনপ্রকার কর্ম্ম পাওয়া অতিশয় সুকঠিন হইয়া উঠিবে। কোন ক্রমে দিনপাত করিবার নিমিত্ত সকলকেই প্রায় স্ব স্ব হস্তে ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপন্ন করিতে হইবে। কেহ ধনবান্ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ধন বলপূর্ব্বক পরিগৃহীত হইয়া দরিদ্রদিগকে বিতরিত হইবে, এই আশঙ্কায় ধন সঞ্চয় করিতে তখন কাহারো কিছুমাত্র সাহস হইবে না।

যদি সামান্য ফসল কিম্বা পরিবারদিগের পীড়াপ্রযুক্ত কাহারো দুরবস্থা ঘটে, তবে সে তাহার অল্পমাত্র ধন ব্যয় করিয়া পরে কি করিবে? মূল্য লইয়া কর্ম্ম করিতে তখন তাহার অবশ্যই ইচ্ছা হইবে। কিন্তু যে কর্ম্মে অচিরাৎ কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা, এমন কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মে কেহই তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। যদি কেহ কোনপ্রকার কষ্টস্রষ্টে কিছু ধন সঞ্চয় করিতে পারে, প্রকাশ হইলে বঞ্চিত হইবার ভয়ে, কোনপ্রকার কর্ম্মে বা ব্যবসায়ে তাহা নিয়োগ করিতে

নী হইবে না ; অতি গুপ্ত ভাবে রাখিতেই যত্নবান্ হইবে। অস্মদ্দেশে পূর্ব্বে যেমন মৃত্তিকাভ্যন্তরে ধন গোপন করিয়া রাখিত, এবং অদ্যাপি যেমন অনেক দেশে সুশাসিনাভাবে লোকের বিষয়বিভব অরক্ষণীয় হওয়াতে এই প্রথা প্রচলিত আছে, তদ্রূপ তাহারাও সেই ধন মৃত্তিকাভ্যন্তরে গোপন করিয়া রাখিবে। এইপ্রকার অবস্থায় প্রতি বৎসরেই সমুদায় দেশ ক্রমে ক্রমে ধনশূন্য হইয়া আসিবে ; কারণ কোন মনুষ্য তাহার নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না ; এক্ষণকার ন্যায় পরিশ্রমবিভাগের নিয়ম না থাকাতে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই পরিশ্রমে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল হইবে না ; এবং ধনসঞ্চয় করিয়া রাখিবার নিয়ম না থাকাতে কেহই ধনসঞ্চয় করিবে না। এই সকল কারণে দেশোৎপন্ন সমুদায় দ্রব্য এবং পরিশ্রম এক্ষণকার অপেক্ষায় বিস্তর অল্প পরিমাণে হইবে ; এবং অসভ্য জাতির ন্যায় শীঘ্র আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের অত্যন্ত দুরবস্থা এবং কষ্টভোগ হইবে। অতএব দেখ, ইহাতে ধনবান্ ব্যক্তিরা নিশ্চয় নিতান্ত দুঃখী হইবেন, কিন্তু দুঃখী লোকদিগের অবস্থা উন্নত না হইয়া বরং আরো অধিক নিকৃষ্ট হইবে। অদ্যাভক্ষ্যরহিত নিতান্ত দীনহীন পথিক ভিক্ষুকের ন্যায় সকলেরই দুরবস্থা ঘটিবে। অধিক আর কি কহিব, সকলেরই এমন নিদারুণ দৈন্যাবস্থা হইবে, যে ভিক্ষার জন্য কেহ আর কাহারো দ্বারে দণ্ডায়মান হইবে না। অতএব, কি ধনী, কি

দুঃখী, কি মধ্যবিৎ সকলের পক্ষেই ইহা মঙ্গলদায়ক, যে পরস্পর সকলেরই বিষয়বিভব সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে,—কেহ কাহারো অধিকৃত বিষয়ে বঞ্চিত করিতে সমর্থ না হয়,—সৎপথাবলম্বনপূর্ব্বক যে যত উপার্জ্জন করিতে পারে তাহাতে কেহ কোন প্রতিবন্ধকতা না করে,—এবং কাহারো অপকার না করিয়া উপার্জ্জিত ধনে প্রত্যেকে আপনার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে।

ধনবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধনের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করেন, কিন্তু অনেকেই অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। অসদ্ব্যবহারী ধনবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ কেবল স্বার্থ সুখের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন, পরসুখের প্রতি কটাক্ষপাত করেন না, কিন্তু যিনি যত স্বার্থসুখ-তৎপর হউন না কেন, তাঁহার আপনার সুখের নিমিত্ত তিনি যাহা ব্যয় করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিবাসীরাও একপ্রকার উপকৃত হয়েন। যদিও প্রতিবাসীদিগের উপকার করা তাঁহার মনোগত না হউক, কিন্তু তাঁহার আপনার সুখের নিমিত্ত প্রতিবাসীদিগকেও কিয়ৎ পরিমাণে সুখী না করিয়া কোন ক্রমে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। কাহারো কাহারো সামান্যতঃ এরূপ বিবেচনা হইতে পারে, যদি কোন ধনবান্ ব্যক্তির পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি বিষয় এক শত দুঃখী লোককে বিতরিত হয়, তবে তাহাদিগের প্রত্যেকের বাৎসরিক পাঁচ শত টাকা আয় হইবে, এবং সেই পাঁচ শত টাকা আয়ে এক শত দুঃখী-

লোক পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। এরূপ বিবেচনা করা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। যদি সেই ধনবান্ ব্যক্তি এক শত দুঃখী লোকের পরিবারদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতেন, এবং তাহাদিগের সকলের প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিতেন, তবে এরূপ বিভাগ দ্বারা তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে পারিত। কিন্তু ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তিনি তাঁহার সেই বিষয়োৎপন্ন ধন হইতে ভৃত্য ও পরিশ্রমী লোকদিগকে বেতন দিতেছেন, এবং ব্যবসায়ী ও বিবিধদ্রব্যপ্রস্তুতকারীদিগের নানাপ্রকার দ্রব্য লইয়া তাহার মূল্য প্রদান করিতেছেন; তাহারা সেই ধন তাহাদিগের পরিবারগণের ভরণ পোষণার্থ অশন বসন প্রভৃতিতে ব্যয় করিতেছে। অতএব, দেখ, এতদ্দ্বারা উক্তরূপ বিভাগের কার্য্য একপ্রকার অবিকল সম্পন্ন হইতেছে। যদিও তিনি স্বার্থপরতন্ত্র বশতঃ এই সকল লোকের প্রতিপালনের নিমিত্ত কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতে না পারেন বটে, তথাপি তাহাদিগকে তাঁহার কোন না কোন প্রকারে প্রতিপালন করিতে হইবে; কারণ যদি তিনি গৃহসজ্জার নিমিত্ত প্রতি বৎসর দশ সহস্র মুদ্রা প্রতিমূর্ত্তিতে ব্যয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তবে যে সকল বেতনভোগী চিত্রকর সেই সকল প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, তাঁহার দ্বারা তাহারা বিলক্ষণ প্রতিপালিত হইবে। যদি তিনি তাহা-

দিগকে সেই বেতন পুরস্কার স্বরূপ দিয়া অলস অবস্থায় রাখেন, তবে তাহারা তদ্দারা যেরূপ পরিবার প্রতিপালন করিবে, পরিশ্রম করিয়াও সেই বেতন দ্বারা তদ্রূপ করিবে। কেবল এইমাত্র প্রভেদ, ইহাতে তাহারা পরিশ্রমপূর্ব্বক সদুপার্জ্জন দ্বারা জীবিকা লাভ করিবে, উহাতে তাহাদিগকে তাঁহার দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া অলসাবস্থায় থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে যেমন দেশের অশন বসন প্রভৃতির সমষ্টি বৃদ্ধি বা ম্লান হইবে না, উহাতেও তদ্রূপ অধিক বা ম্লান হইবে না।

কিন্তু যদি কোন ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহার সমুদায় বিষয়োৎপন্ন ধন ব্যয় না করিয়া, তাহার কিয়দংশ সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তবে সেই সঞ্চিত ধন দ্বারা আরো অধিক পরিশ্রমী লোক প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা; কারণ এক্ষণে প্রায় কেহই ধন অনর্থক সিন্দুক বা বাক্স মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না, বন্ধক রাখিয়া প্রায় সকলেই তাহা ঋণ দিয়া শুদ গ্রহণ করেন। বিবেচনা কর, যদি ঐ উপরোক্ত ধনবান্ ব্যক্তি প্রতি বৎসর প্রতিমূর্ত্তিতে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় না করিয়া সেই টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তবে তণ্ডুল, বস্ত্র, কাষ্ঠ প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক তাহা ঋণ লইয়া শুদ দিতে পারে, এবং সেই টাকা তাহারা আপন আপন ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়া বৎসরে, বৎসরে শুদ দিয়াও বিলক্ষণ লাভ করিতে পারে। এই লাভের নিমিত্ত তাহারা সেই টাকায় ভূমিকর্ষণ, শস্যোৎপাদন,

বস্ত্রবয়ন এবং অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করণে পরিশ্রমী লোকদিগকে নিযুক্ত করিবে, এবং দেশ দেশান্তর হইতে বিবিধপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বদেশে আনয়ন করিবে। ইহাতে দেশমধ্যে শস্য, বস্ত্র এবং বিবিধপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বৃদ্ধি হইয়া দেশের মহোপকার হইবেক।

অতএব, যদিও অপরাপর অপেক্ষা ধনবান্ ব্যক্তিকে অধিক ধনের স্বামী বলিয়া সামান্যতঃ প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় সুখের নিমিত্ত সমুদায় ধন নিঃশেষ করেন না। তাঁহাকে অপরাপর ব্যক্তিকে ধন দিবার একপ্রকার উৎস স্বরূপ বলা যাইতে পারে। উপরোক্ত নিয়মানুসারে একেবারে ধন বিভাগ করিয়া দেওয়ার অপেক্ষা এরূপ বিভাগে বিস্তর মঙ্গল হইয়া থাকে।

তৃতীয় অংশ।

ধনবান্‌দিগকে দুঃখীদিগের দুরবস্থার কারণ বিবেচনা করা যে সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক, পাকস্থলীর সহিত শারীরিক অন্যান্য অবয়বের বিবাদসূচক একটী গল্প দ্বারা ইহা অতি সুন্দর রূপে প্রমাণসিদ্ধ হইয়াছে।

একদা শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পাকস্থলীর প্রতি এই বলিয়া অসন্তুষ্ট হইল, যে পাকস্থলী তাহাদিগের দ্বারা তাহার সমুদায় কর্ম্ম করাইয়া লয়, এবং

তাহারা যে সকল ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, পাকস্থলী তৎসমুদায় ভক্ষণ করে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পাকস্থলী তাহাদিগের কোন উপকার করে না। তাহারা সকলে একবাক্য হইয়া এই অঙ্গীকার করিল, যে অলস পাকস্থলীর নিমিত্ত তাহারা আর পরিশ্রম করিবে না। চরণ তাহাকে লইয়া যাইতে; হস্ত তাহার নিমিত্ত মুখদেশে খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিতে; নাশিকা তাহার নিমিত্ত ঘ্রাণ লইতে; চক্ষু তাহার নিমিত্ত দর্শন করিতে; এবং কর্ণ তাহার নিমিত্ত শ্রবণ করিতে অসম্মত হইল। এইরূপ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলও তাহার উপকারার্থে কোন কর্ম্ম না করিতেই কৃতনিশ্চয় হইল। এইপ্রকার ঐক্য বাক্যে কয়েক দিবস পাকস্থলী অভুক্তাবস্থায় থাকাতে সমুদায় অবয়ব অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিতে লাগিল। হস্ত পদ জীর্ণ শীর্ণ হইল; চক্ষু বিবর্ণ হইল, এবং সমুদায় শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিল। তখন পাকস্থলী সেই নির্বোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গদিগকে কহিল, এক্ষণে তোমরা বিলক্ষণ জানিতে পারিলে, যে আমার নিমিত্ত তোমরা যা কিছু করিতে তদ্দ্বারা বাস্তবিক তোমরাও বিলক্ষণ উপকৃত হইতে। আমি কেবল আমার আপনার নিমিত্তই সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্য নিঃশেষ করিতাম না। যে সকল ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদত্ত হইত তাহা আমি কেবল পরিপাক করিতাম, এবং পরিপাক করিলে পর তাহাতে রক্ত উৎপন্ন হইত। রক্ত উৎপন্ন হইলে তাহা অসংখ্য নাড়ী, শিরা প্রভৃতির মধ্য দিয়া শরীরের সর্ব্বত্রে সঞ্চা-

লিত হইয়া তোমাদিগের প্রত্যেকের উপকার সাধন হইত। অতএব, যদি তোমরা আমাকে খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিতে থাক, তবে তৎপরিবর্ত্তে আমার কর্ত্তৃক তোমাদিগের প্রত্যেকের পুষ্টিবর্দ্ধনকরী রক্তশিরা সকল পোষিত হইয়া দৃঢ় ও বলিষ্ঠ থাকিবে।

অতএব দেখ, যদি কোন ধনবান্ ব্যক্তি নিতান্ত স্বার্থপরতন্ত্র বশতঃ স্বীয় সুখ ব্যতীত পরসুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখেন, তথাপি প্রতিবাসীদিগকে তাঁহার কোন না কোন প্রকারে উপকার করিতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র পরমার্থ ফলভোগ হয় না; কারণ অনিচ্ছাসত্ত্বে কাহারো উপকার করিলে তাহাতে পরমকারুণিক পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়েন না। যে ধনবান্ ব্যক্তি যথার্থ উপকার করিবার ইচ্ছায় দুঃখী প্রতিবাসীদিগের দুঃখমোচন করেন, ইহ লোকে তিনি অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া পরলোকে অনন্ত ফলভোগ করেন। পরোপকার করা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে কখনই ঐ বৃত্তি প্রদান করিতেন না। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহার উপযোগী বস্তুও সৃজন করিয়াছেন। ইহ সংসারে দুঃখী লোক না থাকিলে ধনবান্ ব্যক্তিরা কখনই ধনের স্বার্থকতার জন্য দুঃখী লোকদিগের দুঃখ মোচন করিতে পারিতেন না। এ নিমিত্ত, দুঃখী এবং ধনবান্ উভয়বিধ লোক থাকা তাঁহার

অভিপ্রেত। পরমেশ্বর যেমন পরোপকার করিবার বৃত্তি প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাধীন করিয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেকের বিষয়বিভব দান বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকাও আবশ্যক, তাহাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকা নিতান্ত অন্যায়। যে বিষয়বিভব যিনি আপনার ইচ্ছানতে অন্যকে দান বিক্রয় করিতে না পারেন, সে বিষয়বিভব তাঁহার বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না; এবং এরূপ স্থলে পরোপকারবৃত্তির কোন ক্রমেই চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকের বিষয়বিভব, ধনকড়ী আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার স্বাধীনতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পরোপকারার্থে ইচ্ছার অতীত দান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, কারণ আন্তরিক ইচ্ছার সহিত পরোপকার করাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত।

মনুষ্যের বিষয়বিভব, ধনকড়ী যখন আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা রহিল, তখন কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তি যে নিরবচ্ছিন্ন আপনার সুখের নিমিত্তই ধন ব্যয় করিবেন ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। যদিও এরূপ ব্যক্তির অনিচ্ছাসত্ত্বে আপনার সুখের নিমিত্ত অনেক পরিশ্রমী লোকের পরিবারদিগকে প্রকারান্তরে প্রতিপালন করিতে হয় বটে, কিন্তু তথাপি তিনি নিতান্ত স্বার্থপরায়ণ এবং অপদার্থ বলিয়া লোকের নিকট অশ্রদ্ধেয় হয়েন। এরূপ ব্যক্তি ধনের প্রকৃত ব্যবহার করেন না বলিয়া, তাঁহার

ধন অপহরণ অথবা প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছা করা কাহারো উচিত হয় না; কারণ যিনি যে ধনের স্বামী, তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাঁহারই থাকা ন্যায়সিদ্ধ।

যখন কোন ধনবান্ ব্যক্তিকে অহঙ্কারী অথবা স্বার্থ-পরায়ণ দেখা যায়, তখন কেহ কেহ লোভপরতন্ত্র হইয়া মনে মনে এরূপ আলোচনা করেন, যদি তিনি ঐ ধন-বান্ ব্যক্তির ন্যায় ধনী হইতেন, তবে তিনি ধনের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়া জনসমাজের বিস্তর উপকার করিতে পারিতেন। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা সফল হওয়া প্রার্থনীয় বটে; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতে তাঁহার যা কিছু ধন আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া যদি তিনি তাঁহার মহতী ইচ্ছার লক্ষণ প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে তিনি ধন-বান্ হইলে যে ধনের সদ্ব্যবহার করিয়া জনসমাজের মঙ্গল করিবেন, ইহা এক দিন বিশ্বাসস্থল হইতে পারে। পর-মেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন করিয়াছেন, এবং প্রত্যেককে কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার দিয়া পরীক্ষার্থে ইহ লোকে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহাকে তিনি যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাকে তিনি তাহার সেই অবস্থার কর্ম্মানুসারে বিচার করিবেন, অবস্থান্তর হইলে যিনি যাহা করিবার বাসনা করেন তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি কাহারো বিচার করিবেন না।

৮ পাঠ।

মূলধন।

প্রথম অংশ।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যদি কোন ধনবান্ ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থ সুখের নিমিত্ত প্রতি বৎসর দশ সহস্র অথবা এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তবে তদ্দ্বারা তিনি স্বদেশের তৎপরিমাণ সম্পত্তি হ্রাস করেন না; কেবল অশন বসন প্রভৃতিতে যাহা ব্যয় করেন তাহাই মাত্র হ্রাস হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ধন তিনি তাঁহার ভৃত্য অথবা কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে প্রদান করেন, এবং তাঁহারা সেই ধন দ্বারা তাহাদিগের প্রয়োজনীয় অশন বসন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করে। এক্ষণে যেমন তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদিগকে অবশিষ্ট ধন প্রদান করিতেছেন, অলসাবস্থায় রাখিয়া যদি তাহাদিগকে তাঁহার সেই ধন দিতে হইত, তবে তদ্দ্বারা দেশের অশন বসন বৃদ্ধি হইত না। তাহারা জীবিকার জন্য কোনপ্রকার উপকারজনক কর্ম্ম না করিয়া কেবল অনর্থক সময় অতিপাত করিত।

কিন্তু এই সকল পরিশ্রমী লোকদিগের পরিশ্রম করিয়া উপজীবিকা লাভ করাই মঙ্গলদায়ক এবং সুখদ। যদিও নিয়োগকারীর চিত্তরঞ্জনার্থে তাহারা সুদৃশ্য পুষ্পোদ্যান

সুরম্য প্রাসাদ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম করিবে বটে, তথাপি তাঁহার দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া অলসাবস্থায় থাকার অপেক্ষা এরূপ পরিশ্রমেও তাহারা অপেক্ষাকৃত সুখী ও উপকৃত হইবে।

যাহা হউক, সচরাচর প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকার লাভজনক কর্ম্মে অধিকাংশ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন;—অর্থাৎ যে কর্ম্ম পরিশ্রমী লোক নিযুক্ত করিয়া সম্পাদন করিলে ব্যয়ের অতিরিক্ত আয় হইতে পারে; সেই কর্ম্মেই ব্যয় করেন; এবং এই প্রকারেই দেশের সম্পত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। দেখ! যদি আমার সুখের নিমিত্ত একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান অথবা বৃহৎ সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিতে পরিশ্রমী লোক নিযুক্ত না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে শস্যোৎপাদন ময়দা-পেষণ প্রভৃতি উপকারজনক কর্ম্মে নিযুক্ত করি; এবং বিশেষরূপ যত্ন দ্বারা এই সকল কর্ম্ম সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি, তবে ইহাতে ব্যয় অপেক্ষা নিশ্চয় অধিক উপসত্ব হইবে। মনোহর পুষ্পোদ্যান অথবা বৃহৎ সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিতে যাহা ব্যয় হয়, চির কালের নিমিত্ত সেই ব্যয়িত ধন উপসত্বহীন হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তরূপ কর্ম্মে ব্যয়িত ধন বৃদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার হস্তে আইসে। এই রূপে যে ধন বৃদ্ধি হয় তাহাকে লাভ বলা যায়; এবং নিয়োজিত ধনকে মূলধন কহে।

এই প্রকারে যে ব্যক্তি ধন নিয়োগ করেন, তাঁহার হস্তে

পুনর্ব্বার সেই ধন আসিবামাত্র, তিনি আবার তাহা তদ্রূপে নিয়োগ করেন। উপর্য্যুপরি এই রূপে ধন নিয়োগ করাতে তিনি বৎসর বৎসর পরিশ্রমী লোকদিগকে প্রতি-পালন করিতে থাকেন; এবং যদি তিনি বিচক্ষণ কৃষক অথবা ব্যবসায়িগণের ন্যায় তাঁহার লাভের কিয়দংশ প্রতি বৎসর মূলধনের সহিত সংযোগ করেন, তাহা হইলে প্রতি বৎসর ক্রমশঃ অধিক পরিশ্রমী লোক প্রতিপালন করিতে, এবং স্বদেশের সম্পত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও ইহাতে তাঁহার ধনবান্ হওয়া ব্যতীত স্বদেশের উন্নতিসাধন করার কিছুমাত্র উদ্দেশ্য না থাকুক, কিন্তু দেশকে ধনশালী করিতে হইলে এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারি-বেন না। কারণ, যে জাতির প্রত্যেকেই অন্যের সম্পত্তি হ্রাস না করিয়া আপনার সম্পত্তি বৃদ্ধি করে, সে জাতির প্রত্যেকেই সেই পরিমাণে সমুদায় স্বজাতির সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহা যথার্থ বটে কখন কখন এক জনের ক্ষতিতে অপর এক জন ধনবান্ হইয়া উঠে, কিন্তু তদ্দ্বারা দেশের সমুদায় সম্পত্তি কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না। যদি কেহ জোয়াখেলা, ভিক্ষা অথবা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা ধনবান্ হয়, তবে সে যত ধন লাভ করে, তত ধন অবশ্যই এক জনের ক্ষতি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সে কৃষিকর্ম্ম, কিম্বা কোন ব্যবসায় অবলম্বন অথবা খনি হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া ধনবান্ হয়, তবে তদ্দ্বারা

সে যে ধন লাভ করে, সেই ধন কাহারো ক্ষতিস্বরূপ না হইয়া দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।

অনেকে কোনপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করেন না, কিন্তু ব্যবসায়ীদিগকে ধন ঋণ দিয়া সুদ গ্রহণ করেন। বিবেচনা কর যদি কোন পরিশ্রমী তাহার পিতৃবিয়োগান্তে এক সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হয়, অথবা আপনার উপার্জ্জন হইতে এক সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করে, কিন্তু কিপ্রকার ব্যবসায়ে সেই মুদ্রা নিয়োগ করিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাতে সন্তান সন্ততির জন্য সিন্দুকমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তবে তাহা কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইবে না; বিংশতি বৎসর পরে তাহার সন্তান সন্ততিরা কেবল সেই সহস্র মুদ্রামাত্র পাইবে। অপর যদি সেই সহস্র মুদ্রা হইতে প্রতি বৎসর সে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করে, তবে বিংশতি বৎসর পরে তৎসমুদায়ই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি উক্ত ধন কোন বস্ত্রব্যবসায়ীকে ঋণ দেয়, তবে সেই বস্ত্রব্যবসায়ী তাহা ব্যবহার করাতে প্রতি বৎসর ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ টাকা সুদ স্বরূপ দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত সেই মূলধনের পুনঃপ্রদানার্থে বিশ্বস্ত জামিনও দিতে পারে। যদি সেই বস্ত্রব্যবসায়ীর নিশ্চয় বোধ থাকে, যে বস্ত্র প্রভৃতি অন্য কোন ব্যবসায়ে সেই সহস্র মুদ্রা নিযুক্ত করিলে ব্যয় বাদে বৎসরে এক সহস্র এক শত টাকা আয় হইবে, তবে সে আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই টাকা ঋণ লইবে;

এবং এক শত লাভের টাকা হইতে ঋণদাতাকে পঞ্চাশ টাকা সুদ স্বরূপ দিয়া অপর পঞ্চাশ টাকা আপনি লইবেন। এই প্রকারে অনেকে কোন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ না করিয়াও ব্যবসায়ীদিগকে ধন ঋণ দিয়া স্বীয় ধন বৃদ্ধি করেন।

দ্বিতীয় অংশ।

যে দেশে যত অধিক মূলধন থাকে, সে দেশের পরিশ্রমী লোকদিগের ততই শ্রীবৃদ্ধি হয়, কারণ প্রভুর দৈন্যাবস্থা হইলে তিনি অধিক পরিশ্রমী লোক কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন না, এবং রীতিমত তাহাদিগের বেতনও দিতে সমর্থ হয়েন না।

বিবেচনা কর যদি তুমি কোন এক নব-নিবাস দেশের এক জন দুঃখী লোক হও, এবং তোমার এক খণ্ড উর্ব্বরা ভূমি কর্ষণ করিবার নিমিত্ত কোন এক প্রতিবাসী পরিশ্রমীকে এই বলিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ কর যে এক্ষণে তুমি তাহাকে তাহার পরিশ্রমের মূল্য কিছুই দিতে পারিবে না, পরে ঐ ভূমির উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ তাহাকে মূল্য স্বরূপ দিবে। তাহা হইলে সে একরূপ বলিতে পারিবে, ইতিমধ্যে আমার জীবনধারণের কিছুমাত্র সংস্থান নাই, সুতরাং আমি তত দিন বিলম্ব করিয়া আমার পরিশ্রমের মূল্য লইতে পারিব না। যদি ভূমিকর্ষণ করিবার নিমিত্ত

তুমি আমার সাহায্য চাহ, তবে প্রত্যহ আমাকে আমার পরিশ্রমের মূল্য দিতে হইবে। কিন্তু যদি তোমার স্বীয় জীবন ধারণোপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত কিছুমাত্র মূলধন না থাকে, তবে তুমি ফসল না হইলে প্রত্যহ তাহাকে কোন ক্রমেই মূল্য দিতে পারগ হইবে না। এরূপ স্থলে সাহায্যাভাবে তোমার ভূমি অর্দ্ধ-কর্ষিত অবস্থায় থাকিবে; এবং সেখানে যদি মূলধনসম্পন্ন অপর কোন লোক না থাকে, তবে সেই পরিশ্রমীকে বন হইতে পশুহনন এবং ফলাহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। ফলতঃ যে স্থানে মূলধন সম্পন্ন লোক না থাকে, সে স্থানের ভূমি অত্যুর্ব্বরা হইলেও, কর্ষণ ও শস্যোৎপাদন অভাবে, সেখানকার সকলকেই জীবন ধারণার্থে ক্রমশঃ এই উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিদারুণ দুঃখের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; পরে যখন এক বার তথায় কোন প্রকারে ধনাগমের উপায় নির্দ্ধারিত হয়, তখন উত্তরোত্তর অধিক ধনাগমের সুবিধা হইতে থাকে। কারণ, কে না জানে যে ধনই ধনের প্রসূতিস্বরূপ;— অর্থাৎ ধন থাকিলেই ধনার্জ্জন হইতে পারে; এবং ধন ব্যতীত প্রায় সাংসারিক কোন পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না। দেখ! পরিশ্রম ব্যতীত শস্য উৎপন্ন হয় না; কিন্তু পূর্ব্বসঞ্চিত শস্য ব্যতীত, বপনযোগ্য শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং যে পর্য্যন্ত শস্য পক্ব না

হয়, সে পর্য্যন্ত পরিশ্রমীদিগকে ভরণ পোষণ করাও সুক-ঠিন হইয়া উঠে। যে সকল অস্ত্র দ্বারা তাহারা ভূমিকর্ষণ প্রভৃতি সম্পন্ন করে, সে সকল অস্ত্র, কর্ম্মকারের অস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়। যে কুঠার দ্বারা তাহারা বৃক্ষাদি ছেদন করে, সেই কুঠারের দণ্ড, কাষ্ঠ দ্বারাই নির্ম্মিত হয়; এবং তাহার লৌহ, লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারাই খনি হইতে উত্তোলিত হয়; প্রত্যেকরূপ পরিশ্রমই প্রায় এই রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, প্রকৃত অস্ত্রাভাবে যখন মনুষ্যকে প্রথমে সামান্য হস্ত দ্বারা, কাষ্ঠফলক অথবা প্রখর প্রস্তরখণ্ড দ্বারা অস্ত্র শস্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল, তখন কি অপরি-সীম কষ্টভোগ, এবং এই অসভ্যাবস্থা হইতে উন্নতি প্রাপ্ত হইতে কত কাল বিলম্ব হইয়াছিল।

অতএব, যে দেশে মূলধন না থাকে, সে দেশে যদি অল্প লোকেরও বসতি হয়, তথাপি জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যের নিমিত্ত তাহাদিগের প্রত্যেককেই পরিশ্রম করিতে হয়, এবং প্রত্যেকে পরিশ্রম করিয়াও অতি যৎসামান্য অশন বসন প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করে। কিন্তু বহু-লোকসমাকীর্ণ ধনশালী দেশে যদিও সকলকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে হয় না বটে, তথাপি তথা-কার নিতান্ত দুঃখী লোকদিগের অবস্থাও তাহাদিগের অপেক্ষা বিস্তর অংশে উৎকৃষ্ট।

কৃষক তাহার পরিশ্রমী লোকদিগের বেতন ও খাদ্য

দ্রব্য প্রভৃতিতে, এবং বলদের আহারার্থে, অথবা কোন তন্তুবায় তাহার বেতনভোগী ভৃত্যদিগের বেতনের নিমিত্ত যে ধন ব্যয় করে, তাহাকে পরিচালিত-মূলধন কহে; কারণ এ ধন তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে হস্তান্তর করিতে হয়, এবং ইহা পরিচালিত হইয়া প্রকারন্তরে ধান্য অথবা বস্ত্র স্বরূপে তাহাদিগের হস্তে পুনর্ব্বার আইসে। অপর কৃষকের গোলা, নাঙ্গল, শকট ও বলদ, এবং তন্তুবায়ের তাঁত ও তাঁতগৃহকে, স্থিত-মূলধন বলা যায়; কারণ ইহাতে যে ধন ব্যয় হয় তাহা হস্তান্তর করিতে হয় না, এবং যত দিন এই সকল বস্তু ব্যবহারোপযোগী থাকে, তত দিন তদ্দ্বারা তাহার লাভ হয়।

পরন্তু যদি কোন কৃষক বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বলদ প্রতিপালন করে, তবে সেই সকল বলদকেও তাহার পরি-চালিত-মূলধনের এক অংশ কহিতে হইবে।

যখন কোন ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে অধিক লাভ হয়, তখন তজ্জন্য তিনি তাঁহার পরিশ্রমী লোকদিগকে অল্প বেতন দিতে স্বীকৃত হয়েন, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। সচরাচর প্রায় তদ্বিপরীতই হইয়া থাকে। যখন কোন দ্রব্য অনেকের আবশ্যক না হয়, তখন সেই দ্রব্যব্যবসায়ীকে অত্যল্প লাভে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, সুতরাং তখন তিনি অল্পবেতনোপযোগী কতিপয় লোকমাত্র রাখিয়া ব্যবসায় নির্ব্বাহ করেন। অত-এব, এ স্থলে লাভ ও বেতন উভয়ই অল্প হইল। কিন্তু

যখন সেই দ্রব্য অনেকের আবশ্যক বশতঃ অধিক মূল্যে বিক্রয় হওয়াতে বিলক্ষণ লাভ হইতে থাকে, তখন তিনি অধিক বেতন দিয়া অনেক পরিশ্রমী লোক রাখিতে অনায়াসেই ইচ্ছুক হইতে পারেন। ইহা সচরাচর দেখা যায়, যে অধিক বেতন দিয়া উপযুক্ত কর্ম্মচারী রাখায় যত উপকার দর্শে, অল্প বেতনে অনুপযুক্ত লোক রাখায় কখনই তেমন হয় না। অতএব, এ স্থলে অধিক বেতন ও অধিক লাভ আনুসঙ্গিক।

তৃতীয় অংশ।

যখন কোনপ্রকার নূতন যন্ত্রের সাহায্যে বহুলোক-সাধ্য কর্ম্ম অল্প লোকে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, তখন প্রথমতঃ অনেকেরই কর্ম্ম গিয়া থাকে। পরে তদ্দ্বারা প্রায় তদপেক্ষা বিস্তর লোক প্রতিপালিত হয়। দেখ! যখন প্রথমে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তখন যে সকল লোক পুস্তকাদি লিখিয়া (নকল করিয়া) জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই কর্ম্ম গিয়া ছিল ; কারণ শত শত লেখকে লিখিয়া যত পুস্তক প্রস্তুত করিত, তদপেক্ষা অত্যল্প লোকে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত। কিন্তু অল্প কালের মধ্যে পুস্তক সকলের এত অল্প মূল্য হইল, যে তখন প্রায় সকলেই অধ্যয়নার্থ অক্লেশে পুস্তক ক্রয় করিতে আরম্ভ

করিল। সুতরাং মুদ্রাঙ্কনব্যবসায়ীদিগের বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। ইহাতে অনেকেই ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইলে পূর্ব্বে যত লোকের কর্ম্ম গিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা তখন তদ্দ্বারা অধিক লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। প্রত্যেকরূপ যন্ত্রকার্য্য দ্বারা পরিশেষে অবিকল এইরূপ হইয়া থাকে।

যে কোন ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োজিত হউক না কেন, তদ্দ্বারা অবশ্যই সকলের উপকার হইয়া থাকে তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ধান্যে উহা নিয়োজিত হইলে সর্ব্বসাধারণের যেমন মহোপকার হইয়া থাকে এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! ধান্যে উহা নিয়োজিত হইলে তদ্ব্যবসায়ীর প্রতি লোকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। ধান্যব্যবসায়ী তদ্দ্বারা উপকার ব্যতীত কাহারো কিছুমাত্র অপকার করে না। যখন ধান্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, তখন সে তাহা ক্রয় করে, এবং লাভের প্রত্যাশায়, যত দিন মহার্ঘ না হয়, তত দিন বিক্রয় করে না। পরে যখন মহার্ঘ হইতে থাকে তখন বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে কোন কোন অবিবেকী লোক তাহাদিগকে সেই দুষ্প্রা-প্যতার কারণ বিবেচনা করিয়া অসন্তুষ্ট হয়েন। ফলতঃ তাহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ যে বৎসর ধান্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়

য়াতে তণ্ডুলাভাবে আমাদিগের প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা, সে বৎসর তাহারাই আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে। যদিও সাধারণের উপকারার্থে ধান্যব্যবসায়ী ধান্য ক্রয় করিয়া রাখে না, অন্যান্য ব্যবসায়ীর ন্যায় মূলধনের উপর লাভ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, তথাপি সে যে প্রকারে লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে অবিকল এক বৎসরের অতিরিক্ত ধান্য দ্বারা অপর বৎসরের যৎসামান্য ধান্যের বৃদ্ধি করা হয়। ইহাতে প্রথমে অপচয় হওয়াতে পরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় না, অথচ অনাটন নিবারণের নিমিত্ত কিছু সঞ্চিতও থাকে।

বিবেচনা কর যদি কোন জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রোপরি যাইতে যাইতে দেখেন, যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হইতে চারি সপ্তাহ লাগিবেক, কিন্তু জাহাজস্থ নাবিক প্রভৃতির খাদ্য দ্রব্য তিন সপ্তাহের অধিক চলিবেক না, এমন স্থলে যদি তিনি নাবিকদিগের প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের চারি ভাগের এক ভাগ ন্যূন করিয়া দেন, তবে সেই তিন সপ্তাহের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যে অনায়াসে চারি সপ্তাহের সংকুলান হইতে পারে। কিন্তু যদি নাবিকেরা ক্ষুধা সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিরোধ উপস্থিত করে, এবং তাহাদিগের প্রচুরপরিমাণ খাদ্য দ্রব্য চাহে, তবে তিন সপ্তাহের পরে সমুদায় খাদ্য দ্রব্য নিঃশেষ হওয়াতে ক্ষুধানলে দগ্ধ হইয়া সকলকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। যদি কোন বৎসর অল্পপরিমাণ ধান্য উৎপন্ন

হয়, এবং সমুদায় জাতি প্রচুর পরিমাণে আহার করে, তবে সমুদায় জাতির নিশ্চয় ঐরূপ দশা ঘটিবেক।

বিবেচনা কর, কোন এক দেশে এত অল্পপরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, যে দেশস্থ সমস্ত লোকে প্রচুর পরিমাণে আহার করিলে তাহাতে সকলের কেবল নয় মাসমাত্র আহার চলিতে পারে; এমন স্থলে যদি দেশস্থ সকলেই প্রচুর পরিমাণে আহার করে, তবে বৎসরের অবশিষ্ট তিন মাসের তণ্ডুলের অনাটন হওয়াতে, সমুদায় দেশে অবশ্যই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় কি? জাহাজের কাপ্তেনের ন্যায় দেশস্থ সমস্ত লোকের উপর কাহারো এরূপ ক্ষমতা নাই, যে তিনি তাহাদিগের আহারের নিয়মিত পরিমাণের কিছু ন্যূন করিয়া দিতে পারেন; এবং ইহা কখনও সম্ভব নহে, যে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ প্রত্যেকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আহারের ন্যূন করিতে সম্মত হইবেন? এমন স্থলে যদি ধান্যের মূল্য অল্প থাকে, তাহা হইলে যে অবধি সমুদায় ধান্য নিঃশেষ না হইবে, সে অবধি সকলেই পর্য্যাপ্ত আহার করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কি চমৎকার! ধান্য দুষ্প্রাপ্য হইবার সূচনা দেখিবামাত্র কৃষক প্রভৃতি ধান্যব্যবসায়ী লোক অধিক লাভের প্রত্যাশায় তখন ধান্য বিক্রয় না করিয়া ধরিয়া রাখে, এবং দেশস্থ ও বিদেশস্থ লোকের

নিকট যত ধান্য ক্রয় করিতে পায় তাহাও ক্রয় করে। অধিক লাভ ব্যতীত তখন তাঁহারা আর অল্প লাভে বিক্রয় করে না; এবং ধান্য যত দুষ্প্রাপ্য হইতে থাকে, ততই তাহারা উত্তরোত্তর তাহার মূল্য বৃদ্ধি করে। সুতরাং ধান্য অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়াতে প্রায় সকলকেই নির্দ্দিষ্ট আহারের ন্যূন করিতে হয়। এই প্রকারে যে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ধান্য উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত জাহাজের নাবিকদিগের ন্যায় দেশস্থ সমস্ত লোকের আহার সংকুলান হয়; এবং অল্প ক্লেশ স্বীকার করাতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময়ে মৃত্যুর নিদারুণ হস্ত হইতে দেশস্থ সমস্ত লোক পরিত্রাণ পায়।

দেখ! পূর্ণজ্ঞান পরমকরুণাপূর্ণ পরমেশ্বরের পরমাশ্চর্য্য কৌশলে, মনুষ্য আপনার ইষ্টসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বসাধারণের কেমন মহোপকার সাধন করিয়া থাকেন; তাঁহার অদ্ভুত কৌশলে ধান্যব্যবসায়ী দ্বারা যেমন সকলের উপকার সাধন হয়, সেইরূপ অন্যান্যদ্রব্যব্যবসায়ীর দ্বারাও হইয়া থাকে। যে বিষয়ে লাভ হইবার সম্ভাবনা তাহাতে মূলধন নিযুক্ত করিবার যখন প্রত্যেক মনুষ্যেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তখন যদিও তাঁহার সর্ব্বসাধারণের উপকার করিবার কোন অভিপ্রায় না থাকে, তথাপি তিনি তদ্দ্বারা সকলের উপকার না করিয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না।

৯ পাঠ।

কর (টেক্স)।

প্রথম অংশ।

লোভ সকল জাতিরই অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে। এজন্য এক জাতি অপর জাতির সুখ সম্পত্তি দেখিলে তাহা অপহরণ করিতে উদ্যত হয়। এই লোভের জন্য শত্রু এবং যুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্যাপি বিবাদ, বিসম্বাদ, যুদ্ধ, হত্যা এবং অপহরণ প্রভৃতি ক্রমাগত হইয়া আসিতেছে। লোভের নিমিত্ত ধরাতলে কোন জাতিই শত্রুশূন্য নাই।

খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রে কথিত আছে, যিহুদিরা কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহাদিগের নগরের প্রাচীর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে, চতুর্দিক্ হইতে তাহারা ঘোরতর শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। এজন্য সর্ব্বদাই তাহাদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া এবং রক্ষক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হইত। এতদ্ব্যতীত সহসা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় এক হস্তে কর্ম্ম এবং অপর হস্তে খড়্গধারণ করিতে হইত। দেখ! ইহাতে এক ব্যক্তির কার্য্য দুই ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইত। এই রূপে বিপদগ্রস্ত হওয়াতে ইহাদিগকে তাঁহার পরিত্রাণের উপায়াবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

আসিয়া খণ্ডের অনেকানেক অসভ্য দেশ অদ্যাপি এই-প্রকার অবস্থায় আছে। তথাকার লোকেরা সর্ব্বদাই দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ আরবনামক দস্যুর দৌরাত্ম্যে তাহারা দিবারাত্র প্রপীড়িত হইয়া থাকে। দুরাত্মা আরবেরা দস্যুক্রিয়ার জন্য সর্ব্বদা ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করে। অস্ত্র শস্ত্র ও রক্ষক ব্যতীত কেহই তাহা-দিগের দুরন্ত হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। পর্য্যট-কেরা কহেন, যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে বীজবপন করে, তখন সেই সকল বীজ পাপাত্মা আরবদিগের দ্বারা অপ-হৃত হইবার আশঙ্কায়, সে এক জন বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র-ধারী লোক দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে। এক জনে যে কর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে, এই রূপে তাহাতে দুই জনের প্রয়োজন হওয়াতে, কৃষি কর্ম্ম বহুব্যয়সাপেক্ষ হইয়া উঠে। কৃষক একা সেই উৎপন্ন শস্য ভোগ করিতে পারে না, তাহার অর্দ্ধেক রক্ষককে দিতে হয়। কিন্তু যদি রক্ষকের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে সে একা সমুদায় উৎ-পন্ন শস্য ভোগ করিতে পারিত। পরন্তু উভয়ের সেই উৎপন্ন শস্য ভোগ করিবারই বা নিশ্চয়তা কি? দস্যুরা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া রক্ষককে পরাজয় করিয়া পরিশ্রম-জাত সমুদায় শস্য অনায়াসে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এইপ্রকার দৌরাত্ম্যে ঐ সকল অসভ্য দেশে অত্যল্পমাত্র ভূমি কর্ষিত হয়; অধিকাংশই প্রায় পতিত থাকে। অতি অল্প লোকেও ঐ সকল দুরবস্থাপন্ন

দেশে বসতি করে। এমন কি, যত লোক বসতি করিলে কাহারো কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ লোকও বাস করে না; তথাপি এই অত্যল্পসংখ্যক লোককেও নিদারুণ দুরবস্থায় থাকিতে হয়। বিষয় বিভব সুরক্ষিত অবস্থায় না থাকাই ইহার প্রধান কারণ।

অসভ্য দেশ মাত্রেই এইরূপ দুরবস্থা সংঘটন হইয়া থাকে। আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণার্থেই অসভ্য জাতির অধিকাংশ সময় এবং পরিশ্রম বিনষ্ট হয়। যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহাদিগের আক্রমণনিবারণার্থে অস্ত্র শস্ত্র আহরণ, এবং যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষার্থে গুপ্ত স্থান অন্বেষণ করিতে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। নবজীলণ্ড দ্বীপে অসভ্য জাতিরা সন্নিহিত জনপদবাসী অসভ্য জাতিদিগের দৌরাত্ম্যনিবারণার্থে, কতিপয় পরিবার একত্রিত হইয়া এক এক গড়ানিয়া পর্ব্বতের শিখরোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। সেই সকল সামান্য বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে তাহারা এক এক খানা খনন করিয়া সূচাগ্র কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখে। ঐই সকল কৌশলসত্ত্বেও দুরাত্মারা অকস্মাৎ আসিয়া অথবা যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। অসভ্য দেশমাত্রেই এইরূপ যুদ্ধে প্রতি বৎসর অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সত্য

বটে, সভ্য জাতির ন্যায় অসভ্য জাতির অধিক বিষয় বিভব না থাকাতে দস্যু দ্বারা অপহৃত হইলেও তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু এরূপ উৎপাতে তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি না হইয়া, চিরকালই তাহাদিগকে নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় থাকিতে হয়। বিষয় বিভব এবং আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণার্থ যাহারা অধিকাংশ সময় ও পরিশ্রম বিনষ্ট করিয়াও ক্ষণ কাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পায় না, তাহাদিগের সুখের অবস্থা কোথায় !

প্রকৃতরূপ রাজশাসন অর্থাৎ কোনপ্রকার নির্দ্ধারিত গবর্ণমেণ্টই উক্তপ্রকার দুরবস্থানিবারণের একমাত্র উপায়। অত্যাচার, প্রতারণা প্রভৃতি উৎপাত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কোনসভ্য গবর্ণমেণ্ট এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনার্থ সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন না। শত্রু ও দস্যু, তস্কর ও রাজবিদ্রোহী প্রভৃতিদিগের দমনার্থ সভ্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই রণতরী ও সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করেন; দুরাত্মাদিগকে ধৃত করণার্থ চৌকীদার, সারজন প্রভৃতি নিযুক্ত করেন; তাহাদিগের দোষের বিচারার্থ জজ্, মাজিষ্ট্রেট, দারগা প্রভৃতি নিযুক্ত করেন; এবং তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করণার্থ কারাগার প্রস্তুত করেন। ফলতঃ প্রজাদিগের শান্তিস্থাপন এবং বিষয় বিভব রক্ষার্থ যাহা কিছু আবশ্যক তৎসমুদায়ই গবর্ণমেণ্ট প্রদান করেন।

সৈন্য সামন্ত ও রণতরী প্রভৃতি রাখিতে গবর্ণমেণ্টের

যে ধন ব্যয় হয়, তৎসমুদায়ই প্রজাকে দিতে হয়। বস্তুতঃ যখন কেবল প্রজাদিগের মঙ্গলার্থেই এই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করেন, তখন এই সকল ব্যয় প্রজাদিগের দেওয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সকল ব্যয়ের নিমিত্ত আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কর প্রদান করি। কর প্রদান করা একপ্রকার আমাদিগকে সুশাসনে রাখা ও রক্ষা করার মূল্য দেওয়া সদৃশ। উপরোক্ত অসভ্য কৃষক যেমন তাহার সমভিব্যাহারী অস্ত্রধারী রক্ষককে মূল্য স্বরূপ শস্যের অর্দ্ধেক অংশ দেয়, গবর্ণমেণ্টকে আমাদিগের কর দেওয়াও অবিকল তদ্রূপ।

কতকগুলি লোক এ বিষয়ের কিছুই বুঝিতে পারে না। অনেকে আবার করদান নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করেন। করদানের বিনিময়ে যে অপরিসীম উপকার প্রাপ্ত হয়েন, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। ফলতঃ করদান দ্রব্যাদিবিনিময়ের সদৃশ। বস্ত্রবিক্রেতাকে বস্ত্রের বিনিময়ে যেমন ধন দেওয়া যায়, অপহরণ, হত্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত তদ্রূপ আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কর প্রদান করি। যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে আমাদিগের এই কর প্রদান করিতে না হইত, অর্থাৎ যদি আমরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের অর্দ্ধেক সময় অশন বসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, এবং অপর অর্দ্ধাংশ ঐ সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য শত্রুদিগের হস্ত হইতে

রক্ষা করিবার নিমিত্ত অতিপালিত হইত; অথবা অস্ত্রধারী রক্ষককে শস্যের অৰ্দ্ধেক অংশ দিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে হইত। কর দেওয়া অপেক্ষা ইহাতে নিশ্চয় অধিক ব্যয় হইত, অথচ পূর্ব্বোক্ত অসভ্য জাতিদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদিগের বিষয় বিভব এবং জীবন কেমন অরক্ষিত অবস্থায় থাকিত। কোনপ্রকার গবর্ণমেণ্ট না থাকার অপেক্ষা নিতান্ত অপকৃষ্ট গবর্ণমেণ্টও বিস্তর মঙ্গলদায়ক। এতাবৎ-কালের মধ্যে যতপ্রকার অপকৃষ্ট গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যত অপকার না হইয়াছে, কোন দেশে কোনপ্রকার গবর্ণমেণ্ট না থাকাতে, তথায় তাহার অপেক্ষা অধিক অপকার হইয়াছে। রোম রাজ্যে কতিপয় নিতান্ত নির্দয় সম্রাট্ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেক নির্দোষী লোকের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ এবং প্রাণ হত্যা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের রাজত্বকালীন দশ বৎসরের মধ্যে যত অপহরণ এবং যত হত্যা না হইয়াছিল, নবজীলণ্ডদ্বীপনিবাসীদিগের এবং অন্যান্য স্থানস্থ অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রতি বৎসরে তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অংশ।

ইহা বোধ হয় এক্ষণে একপ্রকার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যে, কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিনিময়ে যেমন আমরা সেই দ্রব্য বিক্রেতাকে ধন দেই, সেইরূপ আমাদিগকে নানা বিপদ্ ও উৎপাত হইতে রক্ষা করার বিনিময়ে আমরা ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে কর প্রদান করি।

কিন্তু দ্রব্যের মূল্য দেওয়ার এবং গবর্ণমেন্টকে কর প্রদান করার এক বিশেষ বিভিন্নতা আছে। দ্রব্যের মূল্য দেওয়া প্রত্যেক মনুষ্যের ইচ্ছাধীন, গবর্ণমেন্টকে কর দেওয়া প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন নহে। দেখ! যদি আমি ঘৃত ব্যবসায়ীর নিকট ঘৃত ক্রয় না করিয়া স্বয়ং ঘরে তাহা প্রস্তুত করি, অথবা বিনা ঘৃতে আহার করি, তবে তাহা আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইতে পারে। অন্যান্য কোন দ্রব্যের মূল্য দেওয়াও অবিকল এইরূপ। কিন্তু গবর্ণমেন্টকে কর দেওয়া একপ ইচ্ছাধীন নহে; সকলকেই কর দিতে বাধ্য হইতে হয়, কেহই নিষ্কৃতি পান না। যদি কেহ এরূপ কহেন, যে আমি আমার আপনার বিষয় বিভব এবং আত্মরক্ষা করিব, তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট সৈন্য সামন্ত, চৌকিদার, বিচারপতি প্রভৃতির কিছুমাত্র সাহায্য চাহি না, সুতরাং আমি গবর্ণমেন্টকে কর দান করিব না; তাহা হইলে এরূপ বাক্যের উত্তর এই, যে, তবে তুমি আমেরিকার অরণ্যে, বা অন্য কোন অরাজক স্থানে,

অথবা অসভ্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্‌দিগের সহিত মিলিত হইয়া বাস কর; কিন্তু যাবৎ তুমি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন কোন দেশে থাকিবে, তাবৎ তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণের সাহায্য পাইবে, সুতরাং তাবৎ তোমাকে উক্ত গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হইবে। যে সমস্ত রণতরী এবং সৈন্য সামন্ত বিদেশীয় শত্রুদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সজ্জীকৃত থাকিবে, তদ্দ্বারা আমরা যেমন রক্ষিত হইব তুমিও তদ্রূপ হইবে। সমাজের অত্যাচারী দস্যু এবং হত্যাকারী প্রভৃতি দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ যে সকল রাজকীয় নিয়ম এবং শান্তিরক্ষক থাকিবে, তদ্দ্বারা আমরা যেমন উপকৃত হইব তুমিও তদ্রূপ হইবে। অতএব, যে পর্যন্ত তুমি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসিত কোন রাজ্যে থাকিবে, তাবৎ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক হউক, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তোমাকে তাঁহাদিগের সাহায্য প্রদান করিবেন, সুতরাং ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছা পূর্ব্বক হউক তোমাকেও রাজ্যের ব্যয়সাহায্যার্থে কর দিতে হইবে। কিন্তু যদি তুমি নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা বশতঃ এত উপকারের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিন্মাত্র কর দিতে সম্মত না হও, তবে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া অরাজক কোন বন মধ্যে গিয়া তোমাকে বাস করিতে হইবে।

অতএব, যাবৎ যে মনুষ্য যে কোন রাজ্যে বাস করিবেন, তাবৎ তাঁহার সেই রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের অধীনে

থাকা, এবং সেই রাজ্য রক্ষার্থ কর দান দ্বারা সাহায্য করা নিতান্ত ন্যায়সিদ্ধ কর্ম্ম। প্রত্যেককে কত কর দিতে হইবেক তাহা গবর্ণমেণ্ট দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে; কারণ ইহাতে এবং অন্যান্য বিনিময়ে অপর একটি মহৎ বিভিন্নতা আছে। দেখ! যখন কোন পরিশ্রমী লোককে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়, তখন তাহার পরিশ্রমের মূল্য অগ্রে নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু তাহাকে আমি যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হই, তাহাতে যদি সে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক না হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমার কর্ম্ম করাইবার কোন ক্ষমতা নাই। এমন স্থলে আমি অপর এক জনকে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদন করি। কিন্তু যে দেশে যে প্রকার গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত থাকুক না কেন, সেই দেশের প্রজাদিগের উপর করনির্দ্ধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টেরই থাকে, এবং সেই গবর্ণমেণ্ট যে বিষয়ে যত কর নির্দ্ধারণ করেন, প্রত্যেক প্রজাকেই তাহা দিতে বাধ্য হইতে হয়। যদি প্রজার উপর গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে কোন ক্রমেই রক্ষণাবেক্ষণকার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব, এই রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রত্যেক প্রজাকে কত কর দিতে হইবেক, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে প্রজাদিগের কোন মতামত গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং তাহা নির্দ্ধারণ এবং প্রদানার্থ প্রজাদিগকে বাধ্য করেন।

অনেক গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষমতার নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার

করিয়াছেন, এবং রাজ্য শাসন ও রক্ষণার্থ ন্যায়ানুগত যত টাকা আবশ্যক তাহার অনেক অতিরিক্ত টাকা প্রজা-দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রজাদিগের উপর রাজার এরূপ অন্যায় ব্যবহার করা নিতান্ত দুঃখের বিষয়! আমাদিগের দেশের এবং ইংলণ্ড রাজ্যের বর্ত্ত-মান রাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরীয়া প্রজাদিগের প্রতি এরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতে পারেন না, কারণ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অত্যাচার নিবারণের উপায় স্বরূপ মহা-সভা পার্লিয়ামেন্টের সম্মতি ব্যতীত তিনি স্বয়ং কিম্বা তন্নিয়োজিত কোন স্থানের কোন শাসনকর্ত্তা কোন নূতন নিয়ম অথবা কর নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন না। ইংলণ্ডবাসীদিগের এবং অস্মদ্দেশস্থ হিতাকাঙ্ক্ষী মহানুভব ইংরাজ বাহাদুরদিগের দ্বারাই এই মহাসভার সভ্যগণ মনোনীত হয়েন, সুতরাং প্রজাদিগের অকল্যাণ-দায়ক যখন যে বিষয় উপস্থিত হয়, তখন তাহা ঐ সভা দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে।

রাজ্যের উপস্বত্ত্বধন অপব্যয়িত না হয়, এবং আমা-দিগকে আবশ্যকের অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে না হয়, এবিষয়ে দৃষ্টি রাখায় কোন হানি হইতে পারে না; কিন্তু সুশাসনবদ্ধ এই গবর্ণমেন্টের অধীনে থাকিয়া আমরা যে সকল মহোপকার লাভ করিতেছি, এ নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করা নিতান্ত অন্যায়। অনেকে এবিষয়ে বিলক্ষণ কৃতঘ্নতার কার্য্য করিয়া থাকেন। যে দেশে কোনপ্রকার

প্রণালীসিদ্ধ গবর্ণমেণ্ট নাই, সে দেশের দুরবস্থার বিষয় যদি তাঁহারা এক বার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই তাঁহারা এই মহাপাপে কলুষিত হয়েন না। আমাদিগের যে কোন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা যত স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হই না কেন, করপ্রদানের দ্বারায় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত রক্ষণাবেক্ষণ আমরা যেমন সুলভ মূল্যে লাভ করি এমন আর কিছুই নহে। যদি আমাদিগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র এবং চর্ম্মপাদুকা আমাদিগের প্রত্যেককেই প্রস্তুত করিতে হইত, তাহা হইলে ঐ সকল বস্ত্র অত্যন্ত কুৎসিত রূপে প্রস্তুত হইত, এবং ব্যয়ও অনেক অধিক পড়িত। এইরূপ যদি আমাদিগের বিষয় সম্ভবরক্ষণ এবং আত্মরক্ষা আমাদিগের প্রত্যেককেই করিতে হইত, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্য কখনই আমাদিগের দ্বারা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইত না, এবং ব্যয়ও অধিক হইত। ব্যয় অধিক হইয়াও কোন ফল দর্শাইত না।

তৃতীয় অংশ।

কর স্বরূপে আমরা গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা প্রদান করি, তৎসমুদায় বর্ত্তমান বৎসরের নিমিত্ত ব্যয় হয় না, তাহার অধিকাংশ বিগত বৎসরসমূহের ঋণের সুদ দিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। দীর্ঘকালস্থায়ী এবং বহুব্যয়সাপেক্ষ

[illegible]জ্যের প্রতি বৎসর যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, প্রাপ্ত কর দ্বারা তাহা সংকুলান না হওয়াতে, [illegible] দিয়া ধন-বান্ বণিক প্রভৃতির নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টকে টাকা ঋণ লইতে হইয়াছে। এই ঋণ যত দিন গবর্ণমেণ্ট পরিশোধ করিতে না পারিবেন, তত দিন সুদ দিতে হইবেক। গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি ঋণ প্রায় কিছুই পরিশোধ করিতে পারেন নাই, এবং কস্মিন্ কালে যে পারিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। উত্তমর্ণেরা ঋণ দেওয়া টাকার বিনিময়ে সুদ স্বরূপে রাজকীয় কর হইতে যে কিছু কিছু টাকা পাইতেছেন তাহাকে এনিউটি অর্থাৎ বাৎসরিক বৃত্তি বলে। এই সকল বাৎসরিক বৃত্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উত্তমর্ণদিগকে এক এক অঙ্গীকার-পত্র দিয়াছেন। ঐ সকল অঙ্গীকারপত্রকে কোম্পানির কাগজ বলা যায়। কোম্পানির কাগজ বিষয় বিক্রয়ের সময় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে, অথবা অন্যবিধ ব্যক্তিকে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। ধন-বান্ ব্যক্তিরা এই রূপে অথবা গবর্ণমেণ্টস্থাপিত কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাতে সুদ প্রাপ্ত হইতেছেন। অপর দুঃখী লোকেরা যখন কোন প্রকারে কিছু টাকা সঞ্চয় করিতে পারে, তখন তাহারাও সেই টাকা সচরাচর গবর্ণমেণ্টের কোন ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখে। তখন তাহারাও গবর্ণমেণ্টের উত্তমর্ণ বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং রাজকীয় কর হইতে তাহারাও স্ব স্ব টাকার সুদ

ায়। যদি গবর্ণমেণ্ট কোন নিয়মে প্রজাবর্গের এই
ণ এক কালে রহিত করিয়া দেন, তবে আমাদিগের
ধন সধন প্রায় সকলকেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কিন্তু
ায়ধর্ম্মসমুজ্জ্বল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এরূপ অন্যায় কর্ম্ম
করিবেন ইহা কখনই সম্ভব হয় না।

যুদ্ধার্থ নানা বিষয়ে যে সকল টাকা অনর্থক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, অতএব তজ্জন্য দুঃখ করা বৃথা। কিন্তু ঋণের শুদ দিবার জন্য আমাদিগের নিকট হইতে যে টাকা কর স্বরূপে সংগৃহীত হয়, তাহা এক কালে বিনষ্ট হয় না, কেবল এক ব্যক্তির হস্ত হইতে অপর এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হয় এই মাত্র বিশেষ। এই শুদ দিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত আমরা গবর্ণমেণ্টকে কর প্রদান করি, এবং ঋণদাতারা সেই কর হইতে কিয়দংশ তাঁহাদিগের প্রদত্ত টাকার শুদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব দেখ! কর স্বরূপে আমরা গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা প্রদান করি, তাহা প্রকারন্তরে অনেক দুঃখী লোকের হস্তেও পুনর্ব্বার আইসে।

---

১০ পাঠ।

ভাড়া দেওয়া এবং ভাড়া লওয়া।

প্রথম অংশ।

যখন কেহ মূল্য দিয়া কাহারো নিকট হইতে চির-কালের নিমিত্ত কোন বস্তু গ্রহণ করে, তখন তাহাকে খরিদ বিক্রয় বলে। কিন্তু যখন কেহ তাহার কোন বস্তু অল্প কালের নিমিত্ত অপর এক জনকে ব্যবহার করিতে ঋণ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্ত অর্থ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে ভাড়া দেওয়া এবং ভাড়া লওয়া বলা যায়।

এই ভাড়া দেওয়া এবং ভাড়া লওয়া কার্য্যটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রতিপন্ন হয়। যখন কেহ তাহার গাড়ি ঘোড়া কিম্বা জাহাজ অপরকে ব্যবহার করিতে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নির্দ্ধারিত টাকা লয়, তখন সেই টাকা লওয়াকে ভাড়া বলে। এইরূপ যখন কোন পরিশ্রমী লোক মূল্য লইয়া কাহারো নিমিত্ত পরিশ্রম করে, তখন তাহাকে কখন কখন পরিশ্রমের ভাড়া অথবা সচরাচর পরিশ্রমের মূল্য বলা যায়। কিন্তু যদি কেহ গাড়ি ঘোড়া ব্যতীত তাহার কোন ভূমি ভাড়া দেয়, তবে তজ্জন্য সে যে টাকা পায় তাহাকে খাজানা কহে। টাকা ঋণ দিলে যে বৃদ্ধি টাকা পাওয়া যায় তাহাকে সুদ বলে। ভাড়া দেওয়া

ভাড়া লওয়া এইরূপ অনেক শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক শব্দে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থ প্রতিপন্ন করে এরূপ বিবেচনা করা ভ্রান্তিমূলক। যদি স্থির চিত্তে ভাড়া, খাজানা এবং শুদ এই তিন শব্দের প্রকৃত ভাবার্থ বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল শব্দের একার্থই স্পষ্ট প্রতীত হইবে; কেবল ভাষাচাতুর্য্যে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপ দ্রব্যের ঋণ দেওয়ার স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রের মতে টাকা ঋণ দিয়া শুদ গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায় কর্ম্ম। খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রেও মুসার বিধি অনুসারে ইজরেলদিগের মধ্যে পরস্পর টাকা ঋণ দিয়া শুদ্ধ গ্রহণের বিধি নাই, কিন্তু ভিন্ন জাতির নিকট লইবার বিধি আছে। উক্ত নিষেধবিধির জন্য হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা শুদের ব্যবসায় করেন, তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান সমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হয়েন। ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেরই স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যে টাকা ঋণ দিয়া শুদ গ্রহণ করা কখনই অন্যায় কর্ম্ম নহে। যদি গাড়ি, ঘোড়া, প্রভৃতি অন্যকে ব্যবহার করিতে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভাড়া (একপ্রকার শুদ) গ্রহণ করা অন্যায় কর্ম্ম না হয়, তবে টাকা ব্যবহার করিতে দিয়া শুদ গ্রহণ করা কি প্রকারে অন্যায় কর্ম্ম হইতে পারে? গাড়ি, ঘোড়া, প্রভৃতি ব্যবহার করিলে যেমন এক জনের উপকার দর্শে,

টাকা ব্যবহারেও তদ্রূপ অথবা অধিক হইবার সম্ভাবনা। তবে অধমর্ণের প্রতি অত্যাচার করাই অন্যায়, নতুবা সদ্ব্যবহার করিয়া ন্যায্য শুদ গ্রহণ করা কখনই অন্যায় নহে।

উপরে উক্ত হইয়াছে, যে টাকা কিম্বা অন্য কোন বস্তু ঋণ দিয়া শুদ গ্রহণ করা এ উভয়ই তুল্য, এক্ষণে উহা আবার দৃঢ় রূপে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বলা যাইতেছে, বিবেচনা করিয়া দেখ! যদি আমার সহস্র মুদ্রা থাকে এবং সেই সহস্র মুদ্রায় আমি এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া আমার কোন প্রতিবাসীকে বাৎসরিক কোন নির্দ্ধারিত খাজানায় তাহা ব্যবহার করিতে দেই, অথবা শুদ পাইবার অভিপ্রায়ে সেই টাকা আমি তাহাকে ঋণ দেই, তবে প্রথমোক্ত প্রকারকে বাৎসরিক খাজানা এবং শেষোক্ত প্রকারকে বাৎসরিক শুদ বলা যায়। বস্তুতঃ এই খাজনা ও শুদে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, কেবল শব্দের বিভিন্নতা এই মাত্র বিশেষ। অতএব, ইহা আর বলা বাহুল্য মাত্র, যে শুদ গ্রহণ করা শাস্ত্রসম্মত না হইলেও কোন মতে অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না।

দ্বিতীয় অংশ।

যিনি যে বাটী, ভূমি কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের স্বামী

তাঁহার সেই বিষয় আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার, বা বিক্রয় করিবার, অথবা ভাড়া দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পৃথিবীস্থ কোন কোন অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই ক্ষমতা নাই। অসভ্য তাতরদেশে ভূমি সাধারণের সম্পত্তি। তথায় কেহই কোন ভূমি নি[illegible] অধিকার করিতে পারে না। যাহার যে স্থা[illegible] গোবৎসাচারণ করিতে ইচ্ছা হয়, সে সেই স্থানেই তাহা করিতে পারে, কাহারই প্রতিবন্ধক হইবার ক্ষমতা নাই। পশুচারণ করাই তাহাদিগের এক মাত্র কর্ম। তদর্থ তাহারা যখন যে স্থানে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ক্ষেত্র দেখে, তখন সেই স্থানেই গিয়া বাস করে। এই রূপে তাহাদিগকে নিরন্তর বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বস্তুতঃ বেড়াইতে হয়, তাম্বুই তাহাদিগের বাসগৃহ। ভূমিতে কাহারো কোন অধিকার না থাকাতে কেহ ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপন্ন করে না, সুতরাং সমুদায় ভূমি পতিত থাকে। শস্য উৎপন্ন হইলে যখন তাহা ভোগ করিবার সর্ব্বসাধারণেরই ক্ষমতা রহিল, তখন এমন স্থলে কে পরিশ্রম করিয়া শস্যোৎপাদন করিবে?

আরবদেশের কোন কোন অংশে অদ্যাপি এইরূপ নিয়ম আছে, যে, অগ্রে যে কোন ভূমি যে কেহ কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিতে পারিবে, যাবৎ সেই ভূমির শস্য সে কর্ত্তন করিয়া লইয়া না যাইবে, তাবৎ সেই ভূমি তাহার সম্পূর্ণ অধিকারে থাকিবে. কিন্তু শস্য কর্ত্তন

করিয়া লইয়া যাইবা মাত্র তাহা অপর এক জন অধি-কার করিতে পারিবে, তাহাতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। কেনানদেশের অনেক স্থানেও এবেরাহেম ও আইজেকের বসবাসকালীন এইরূপ নিয়ম ছিল।

সকলে [illegible] বুঝিতে পারিবেন, যে এরূপ অবস্থায় কেহই কোন ভূমির চতুর্দ্দিকে বেড়া দিবার, খানা খনন করিবার, অথবা সার দিয়া ভূমি উর্ব্বরা করিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক হইবে না, কারণ তাহার মনে এরূপ বিবেচনা হইতে পারে, যে যদি সে পীড়াপ্রযুক্ত সেই ভূমির কর্ষণকার্য্য শেষ করিতে না পারে, অথবা আপনার সম্পত্তি রাখিয়া পঞ্চত্ব পায়, তবে সেই ভূমি নিশ্চয় অপর এক জনের হস্তগত হইবে, সুতরাং তদর্থে সে যে টাকা ব্যয় করিবে তাহা তাহার অনর্থক ক্ষতি হইবে।

অতএব, ভূমি রীতিপূর্ব্বক কর্ষিত হইবার জন্য উহা এক এক ব্যক্তির নিজ নিজ সম্পত্তি স্বরূপ হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি স্বরূপ হইলে স্বভাবতঃই প্রত্যেক ভূস্বামী তাহার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবিধান করিবেন। যিনি যে ভূমির স্বামী হইবেন, তাঁহার সেই ভূমি যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন রূপ প্রতিবন্ধক থাকা অতীব অন্যায়।

বহুলোক সমাকীর্ণ হওয়াতে যে দেশে ভূমি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, সেখানকার কৃষককে ভূমির অধিক খাজানা দিতে

হয়।

অত ইহার কারণ এই যে, দুষ্প্রাপ্য অথচ লোকের প্রয়োজন যেমন দ্রব্যের মূল্যের কারণ, সেইরূপ যে দেশে অধিক ভূমি না থাকে, অথচ অনেক কৃষক ভূমির নিমিত্ত ব্যগ্র, সেখানে তজ্জন্য ভূমির খাজানা অধিক হইয়া উঠে। যখন অনেক লোকের প্রয়োজন বশতঃ অশ্ব দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন অশ্বের মূল্য অধিক হইয়া থাকে। অতএব, কি ভূমি, কি অশ্ব, সকল বস্তুরই অধিক খাজানা বা মূল্যের কারণ এই। কৃষক শস্যোৎপাদন করিয়া লাভ করিবার আশয়ে খাজানা দিয়া ভূমি লইতে অভিলাষ করে, কারণ তদ্ব্যতীত সে ভূমি কোন ক্রমেই পাইতে পারে না। আমরাও যখন কোন বস্তু ক্রয় করিতে, অথবা ব্যবহার করিবার নিমিত্ত ভাড়া লইতে অভিলাষী হই, তখন আমাদিগকেও ঐরূপ খাজানা কিম্বা মূল্য দিতে হয়, কারণ তদ্ব্যতীত আমরাও কোন বস্তু পাইতে পারি না।

শস্যোৎপাদনের নিমিত্তই প্রায় কৃষক বা অন্য কেহ ভূমি লইতে অভিলাষ করে। এতদর্থে ভূস্বামীকে খাজানা দিতে হয়, কারণ বিনা খাজানায় কেহই কাহারো ভূমি ব্যবহার করিতে পায় না। আরবদেশের বালুকাময় মহাপ্রান্তরে বিনা খাজানায় ভূমি পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে কিছুই উৎপন্ন না হওয়াতে, কেহই সে ভূমি লইতে অভিলাষ করে না। অপর আমেরিকার অনেক অরণ্যময় প্রদেশে বিনা খাজানায় অত্যুর্ব্বরা ভূমি পাওয়া যায়; কারণ, ভূমি অপর্য্যাপ্ত, লোক অল্প, এন্নিমিত্ত বল

[illegible]র, সে পরিষ্কার করিয়া যে যত ভূমি লইতে ইচ্ছা ক[illegible]পা, ততই পারে। আমাদিগের এই দেশে ভূমি দুষ্প্রাপ্য এজন্য এখানকার ভূমিতে কোনপ্রকার শস্য উৎপ[illegible] হইলেই তাহার মূল্য কিম্বা খাজানা হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকার অরণ্যময় প্রদেশে ভূমির কিছুই মূল্য অথবা খাজানা নাই। সেখানে আরেবিয়ার বালুকাময় প্রান্তরের ন্যায় কিছুই উৎপন্ন হয় না এমন নহে, প্রত্যুত ভূমির উর্ব্বরতাপ্রযুক্ত প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু লোকসংখ্যা অপেক্ষা ভূমির সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে অধিক হওয়াতে কাহারই ভূমি ক্রয় করিবার অথবা খাজানা করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। আমেরিকার নবনিবাস প্রদেশে বন কর্ত্তন করিয়া ভূমি পরিষ্কার ও তন্মধ্য অথবা তন্নিকট দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিবা মাত্রই সে ভূমির কিঞ্চিৎ মূল্য হইয়া থাকে। যদিও তথাকার অরণ্যমধ্যে লোকে বিনা মূল্যে ভূমি পাইতে পারে বটে, কিন্তু বন পরিষ্কার করা বহুব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, এবং উৎপন্ন দ্রব্য স্থানান্তরে প্রেরণ কিম্বা স্থানান্তর হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনয়ন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, এজন্য পরিষ্কার ভূমি ক্রয় করিতে অনেকে ইচ্ছা করিয়া থাকে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে যখন ভূমি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতে থাকে, তখন ভূম্যধিকারীরাও তাঁহাদিগের ভূমির খাজানা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ইহার কারণ

পূর্ব্বে ব্যক্ত করা গিয়াছে, যে প্রয়োজনীয় বস্তু যত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, ততই তাহার মূল্য কিম্বা খাজানা অধিক হইয়া থাকে।

অনেকে বিবেচনা করেন, যে, ভূমিতে মনুষ্যের জীবন-ধারণোপযোগী প্রয়োজনীয় শস্য এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় বলিয়াই ভূমির খাজানা হইয়া থাকে। কেবল প্রয়োজনই যদি বস্তুর মূল্যের কারণ হয়, তবে বায়ুর মূল্য নাই কেন? ভক্ষ্য দ্রব্যের ন্যায় বায়ু আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উহার অভাবে আমরা ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারি না, কিন্তু বায়ুর নিমিত্ত আমাদিগের কিছুই মূল্য দিতে হয় না। ফলতঃ বিনা মূল্যে যে বস্তু অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য কেন মনুষ্য মূল্য প্রদান করিবে? আমাদিগের এই দেশে যেমন অধিক লোকের বসতি, তেমনি আমেরিকার কোন কোন অরণ্যময় প্রদেশের ন্যায় যদি এখানে অপর্য্যাপ্ত উর্ব্বরা ভূমি থাকিত, তাহা হইলে যাহার যত ভূমি লইবার ইচ্ছা সে তত ভূমি বিনা খাজানায় লইতে পারিত। এক্ষণে এই ভূমিতে যেমন শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতেও তদ্রূপ হইত, অথচ কিছুমাত্র খাজানা লাগিত না, কেবল কর্ষণের নিমিত্ত পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ মূল্য দিতে হইত। কিন্তু আমাদিগের দেশের লোকের সংখ্যানুসারে অপর্য্যাপ্ত ভূমি না থাকাতে সকল ভূমিরই খাজানা হইয়া থাকে, তবে যে ভূমিতে

কিছুই উৎপন্ন হয় না, এবং কোনপ্রকার প্রয়োজনে আইসে না, কেবল তাহারই খাজানা হয় না। কিন্তু কি ভূমি, কি অন্য কোন বস্তু যত দুষ্প্রাপ্য হউক না কেন, তাহাতে যদি মনুষ্যের কোনপ্রকার প্রয়োজন সাধন হইয়া উপকার না দর্শে, তবে কোন মনুষ্যই তজ্জন্য কিছুমাত্র মূল্য প্রদান করে না। কিন্তু প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য যদি, অপর্য্যাপ্ত বশতঃ বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, তবে এমন স্থলে কেহই মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করে না। পূর্ব্ব-লিখিত এক [illegible] প্রতিপন্ন করা গিয়া[illegible]ছে, যে নিরবচ্ছিন্ন দুষ্প্রাপ্যতা অথবা নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োজনই দ্রব্যের মূল্যের কারণ নহে, যে বস্তুতে এই উভয়বিধ কারণ সংমিলিত হয়, সেই বস্তুরই মূল্য হইয়া থাকে।

অনেকে আবার বিবেচনা করেন, যে, ভূস্বামীকে ভূমির চতুর্দ্দিকে খানা খনন, বেড়া বন্ধন, প্রাচীর নির্ম্মাণ, এবং ভূমি উর্ব্বরা করিবার নিমিত্ত পরিষ্কার ও সার নিক্ষেপ করিতে বিস্তর ব্যয় হয় বলিয়াই, তিনি ভূমির খাজানা গ্রহণ করেন। যদিও কোন কোন ভূমিতে কোন কোন ভূস্বামীকে এজন্য বহু ব্যয় করিতে হয় বটে, কিন্তু সেই ব্যয়িত টাকা খাজানা রূপে তিনি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন এরূপ আশা যদি তাঁহার না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই সেই বহু ব্যয় স্বীকার করিতেন না। যাহা হউক, উক্ত ব্যয় ভূমির খাজানার প্রতি কারণ নহে। দেখ! যদি তিনি কোন ভূমিকে অত্যুর্ব্বরা এবং বিলক্ষণ ফল-

শালিনী করিবার নিমিত্ত বহু ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি সেই ভূমির অপকৃষ্টতা বশতঃ তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন না হয়, তবে কেহই সেই ভূমির অধিক খাজানা দিতে স্বীকৃত হইবে না। ভূস্বামীর সেই ভূমির প্রতি অধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া তাহার অধিক খাজানা হইতে পারে না। প্রত্যুত যদি তাঁহার অপর কোন ভূমিতে কিছুমাত্র ব্যয় না হইয়া, স্বাভাবিক উর্ব্বরতা শক্তি দ্বারা তাহাতে কোন না কোনপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং অধিক লোকের তদ্রূপ ভূমি না থাকে, তবে তিনি সেই [illegible] সর্ব্বদাই অধিক খাজানা পাইবেন। আমাদিগের দেশে অনেক নদীকূলে ও ক্ষেত্রে স্বভাবত বিস্তর ঘাস জন্মে, তাহার নিমিত্ত ভূস্বামীকে কখ কিছু ব্যয় করিতে হয় নাই, তথাপি কৃষক এবং ঘ ব্যবসায়ীরা সেই সকল ভূমির খাজানা দিয়া ঘাস ক করিয়া লইয়া যায়।

অপর দেখ! অনেক পর্ব্বতে নিরবচ্ছিন্ন খড় এবং অনেক পর্ব্বতে নিরব[illegible] শালবৃক্ষ ও বংশ প্রভৃতি জন্মে। পর্ব্বত-স্বামীদিগের নিকট হইতে খড়, বংশ, এবং শালবৃক্ষ ব্যব-সায়ীরা সেই সেই পর্ব্বত খাজানা করিয়া লয়। ইহাতে পর্ব্বতস্বামীদিগের বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। অতএব দেখ! মনুষ্যের কেবল খাদ্য দ্রব্য উৎপন্নের উপর অথবা কৃষিকর্ম্মোপযোগী করিবার নিমিত্ত ব্যয়ের উপর ভূমির খাজানা নির্ভর করে না। ঐ সকল পর্ব্বতে মনুষ্যের কোন-

প্রকার খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, এবং কোন ক্রমেই পর্ব্বতের উৎকর্ষ সাধনে কেহই কস্মিন্‌কালে সমর্থ হয় না, তথাপি ঐ সকল পর্ব্বতের খাজানা হইয়া থাকে।

অপিচ অনেকানেক স্থানে কিছুমাত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সেই সকল স্থান বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনের উপযোগী হওয়াতে, সেই সেই স্থানের খাজানা হইয়া থাকে। দেখ! কোন ধীবরের নদীকূলের কোন স্থানে যদি তাহার ক্ষুদ্র নৌকা রাখিবার কিম্বা জাল শুষ্ক করিবার, অথবা মৎস্য ধরিয়া রাখিবার সুবিধা হয়, তবে সে আহ্লাদপূর্ব্বক সেই স্থানের খাজানা দিতে ইচ্ছুক হইবে।

তৃতীয় অংশ।

কতকগুলি ব্যক্তি বিবেচনা করেন, যে ভূমির অধিক খাজানা লাগে বলিয়াই তণ্ডুল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের অধিক মূল্য হইয়া থাকে। ইহা তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম। অধিক খাজানা তণ্ডুলের অধিক মূল্যের প্রতি কারণ নহে; প্রত্যুত তণ্ডুল ও অন্যান্য দ্রব্যের অধিক মূল্যই ভূমির অধিক খাজানার প্রতি কারণ। ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে খাজানা দ্বারা তণ্ডুল আমদানির ন্যূনতা হয় না; এবং তণ্ডুল যে পরিমাণে আপণে বিক্রয় হইতে আইসে, তাহার ন্যূনাধিক মূল্য

ক্রেতার সংখ্যার উপরেই নির্ভর করে। বিবেচনা কর, যদি সকল ভূস্বামীরা একবাক্য হইয়া ভূমির খাজানা অর্দ্ধেক হ্রাস করিয়া দেন, তবে কি তাহাতে ভূমির পরিমাণ, শস্যোৎপন্নের পরিমাণ, এবং ভক্ষকদিগের সংখ্যা হ্রাস হইবে? কখনই নহে। পূর্ব্বে যেমন ছিল তখনও তেমনি থাকিবে। কৃষক এখনও তাহার শস্যের যেরূপ মূল্য পাইতেছে, তখনও সেইরূপ পাইবে। তবে কেবল এই মাত্র প্রভেদ হইবেক যে, যে অর্দ্ধেক খাজানা হ্রাস হইবে সেই অর্দ্ধেক খাজানা কৃষকের অধিক লাভ হইবে, এবং ভূস্বামীদিগের সেই অর্দ্ধেক খাজানা [illegible] হইবেক। ইহাতে পরিশ্রমী এবং অন্যান্য সামান্য লোকদিগের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হইবেক না, পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকিবে।

অনেকে আবার বলেন, যে খাজানা হ্রাস হইলে কৃষকেরা তাহাদিগের পরিশ্রমী লোকদিগকে অধিক বেতন দিতে সমর্থ হইবে। যাঁহারা এরূপ কহেন, তাঁহারা বেতন এবং দাতব্য কাহাকে বলে তাহা প্রকৃত রূপে বুঝিতে পারেন না। কোন নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত কোন পরিশ্রমীকে পরিশ্রম করাইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে নির্দ্ধারিত মূল্য দেওয়ার নাম বেতন; আর দয়া বশতঃ কাহাকে কিছু দেওয়ার নাম দাতব্য। খাজানা হ্রাস হইলে কৃষকেরা পূর্ব্বের অপেক্ষা ধনবান্ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের ভৃত্যদিগের বেতন অধিক হইবার

সম্ভাবনা কি? যদি তিন টাকা মাসিক বেতনে কোন কৃষক এক জন ভৃত্যকে নিযুক্ত করিতে পায়, তবে সে ধনবান্ হইয়াছে বলিয়া কেন তাহাকে ছয় টাকা বেতন দিতে ইচ্ছুক হইবে? কিন্তু যদি সে দয়া বশতঃ তাহাকে ছয় টাকা বা অধিক বেতন দেয় সে কথা স্বতন্ত্র। ধনবান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে কি ভৃত্য, কি ব্যবসায়ী লোক, কি প্রতিবাসী, কি কোন দুঃখী লোক প্রভৃতিকে অনায়াসে তাঁহার দাতব্য বিতরণ করিয়া সুখী করিতে পারেন বটে, কিন্তু কেহ ধনবান হইয়াছে বলিয়াই যে তজ্জন্য তাহাকে তাহার ভৃত্যকে অধিক বেতন দিতে হইবেক এমত নহে। অতএব, ধনবান্ হইলে যে কৃষকেরা তাহাদিগের ভৃত্যদিগকে অধিক বেতন দিবে, ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

ইহাতে সকলেরই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে কৃষকেরা ধনবান্ হইলে, এবং ভূস্বামীরা দুঃখী হইলে বেতনের পক্ষে কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না। কেবল এইমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে, যে ভূস্বামীরা দুঃখী হইয়া কৃষকেরা ধনবান্ হইবে, এবং যদি ইচ্ছা করে, তবে ভূস্বামীদিগের অপেক্ষা তাঁহারা অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু পরিশ্রমীদিগের বেতন যে পূর্ব্বের অপেক্ষা বৃদ্ধি হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে।

অপর যদি ভূমির খাজানা এক কালে রহিত হয়, এবং প্রত্যেক কৃষক আপন আপন অধিকৃত ভূমি বিনা খাজা-

ন্যায় ভোগ করিতে পায়, তাহা হইলে সেই ভূমি কেবল এক ব্যক্তির হস্ত হইতে অপর এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইবে এইমাত্র প্রভেদ। ইহাতে একপ্রকার এক জনের বিষয় অন্যায় রূপে অপহরণ দ্বারা অপরকে ধনবান্ করা হইবে। কিন্তু এরূপ অপহরণ দ্বারা শস্যোৎপত্তির এবং শস্যের মূল্যের কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না। পরন্তু যদি কোন নিয়ম দ্বারা এরূপ নির্দ্ধারিত হয় যে বর্ত্তমান ভূস্বামীদিগের নিজ নিজ ভূমি নিজ নিজ অধিকারে থাকিবে, কিন্তু প্রত্যেক বিঘা প্রতি ইহার অপেক্ষা অধিক খাজানা কোন ভূস্বামীই লইতে পারিবেন না। এইরূপ নিয়মে খাজানা ন্যূন হইলে এইমাত্র ফল হইবে, যে কোন ভূস্বামীই আপন ভূমি আর কোন কৃষককে খাজানা লইয়া কৃষিকর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ব্যবহার করিতে দিবেন না, সকলেই ভৃত্য রাখিয়া নিজ নিজ ভূমিতে শস্যোৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

কোন কোন দেশে ভূস্বামীরা খাজানা লইয়া কৃষককে ভূমি ব্যবহার করিতে না দিয়া আপনি কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। আমাদিগের দেশে অনেক স্থানে এইরূপ প্রথা আছে। কিন্তু কৃষককে ভূমি দিলে ভূমির কর্ষণকার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হওয়াতে যেমন প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, ইহাতে তদ্রূপ হয় না; কারণ কৃষিকার্য্যে কৃষকেরা সুদক্ষ, বিশেষতঃ কৃষি কর্ম্মই তাহাদিগের উপজীবীকা স্বরূপ হওয়াতে উক্ত কর্ম্মে তাহারা প্রাণপর্য্যন্ত পণ

করিয়া পরিশ্রম ও যত্ন করে, সুতরাং উত্তমরূপ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চতুর্থ অংশ।

এক্ষণে ইহা একপ্রকার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যে ভূস্বামীকে খাজানা দেওয়া সর্ব্বসাধারণের ভার স্বরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; কারণ খাজানা দেওয়া এক কালে রহিত হইলে তাহাতে শস্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন অথবা সুলভ হইবে না। অপর ইহাও বলা সঙ্গত হয় না, যে প্রজাদিগের ব্যয়েই ভূস্বামীরা প্রতিপালিত হইতেছেন, সুতরাং তাহাদিগের নিকট হইতে আবার খাজানা লওয়াতে তাহাদিগের ভার স্বরূপ হইয়াছে। ভূস্বামীকে খাজানা দেওয়া রাজদ্বারে দণ্ড দেওয়ার সদৃশ নহে, অর্থাৎ দণ্ড দেওয়ার পরিবর্ত্তে যেমন কেহই কিছু পায় না, খাজানা দেওয়া সেরূপ নহে। কোন মুদির দোকানে কোন প্রজা তণ্ডুল, ঘৃত, বা লবণ ক্রয় করিলে যেমন সেই মুদিকে তাহার সেই সেই দ্রব্যের মূল্য দিতে হয়, সেইরূপ ভূমি ব্যবহার করিবার নিমিত্ত প্রজারা ভূস্বামীদিগকে খাজানা দিয়া থাকে। ভূমি প্রজাদিগের নিজ সম্পত্তি নহে, সুতরাং শস্যোৎপাদন করিয়া লাভ করিবার অভিপ্রায়ে ভূমি লইতে অভিলাষ করিলে বিনা খাজানায় পাইতে পারে না। অতএব দেখ!

খাজানা দেওয়ার পরিবর্ত্তে প্রজারা ভূমি ব্যবহার করিতে পায়। ভূস্বামীরা যদি সজ্জন এবং ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় তাঁহাদিগের আয় ধন সদ্ব্যবহার করিবেন। সদ্ব্যবহার করিলে সর্ব্বসাধারণে তদ্দ্বারা নিশ্চয় উপকৃত হইবেন। যদি ঐরূপ করিলে তাহার দ্বারাও সকলে ঐরূপ হইবেন। কিন্তু ভূস্বামী তাঁহার ধন সদ্ব্যবহার করুণ বা না করুণ, কিম্বা যদি করুক বা না করুক, তদ্বিষয়ে প্রজা কিম্বা ক্রেতাদিগের কিছু বলিবার কোন অধিকার নাই, কারণ সে টাকার উপর তাহাদিগের কোন স্বত্ত্ব নাই।

ভূস্বামীকে খাজানা দেওয়া যেমন প্রজাদিগের ভারস্বরূপ নহে, সেইরূপ কোন ঔষধালয়, দেবালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি কোন সাধারণ মাঙ্গলিক ব্যাপারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে সকল ভূমি থাকে, তাহার খাজানা দেওয়াও সর্ব্বসাধারণের অথবা কোন কৃষক বিশেষের ভার স্বরূপ হইতে পারে না।

ইহা সচরাচর সংঘটন হইয়া থাকে, যে কেহ কেহ মৃত্যুকালে সমুদায় বিষয় বিভব আপনার সন্তান সন্ততি অথবা আত্মীয়বর্গদিগকে না দিয়া তাহার কিয়দংশ কোন কোন ঔষধালয় অথবা বিদ্যালয়ের মঙ্গলার্থ দিয়া যান। যে ঔষধালয় বা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ভূমিসম্বন্ধীয় কোন বিষয় এই রূপে প্রদত্ত হয়, তাহার কার্য্য যদি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয়, তবে তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের উপকার

ব্যতীত কোন ক্রমেই কিছুমাত্র অপকার হয় না। কিন্তু যদি সেই বিষয় এইরূপ কোন মাঙ্গলিক বিষয়ে প্রদত্ত না হইয়া কোন ব্যক্তি বিশেষকে প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে তাহার সমুদায় উপস্বত্ব সেই ব্যক্তি আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারিত, সুতরাং হয় তো এমন স্থলে প্রজারা কাহারো কিছুমাত্র উপকার হইত না। যে প্রজা সেই ভূমির খাজানা দেয়, তাহার ব্যয়ে সেই ঔষধালয় প্রভৃতির কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; সে কখনই এরূপ কথা বলিতে পারে না; অথবা যদি সেই ঔষধালয় প্রভৃতি দ্বারা তাহার কোন উপকার না দর্শে, তথাপি সে তজ্জন্য কোনক্রমে ক্ষুব্ধ হইতে পারে না, কারণ খাজানা দেওয়াই কেবল তাহার সম্বন্ধ, সুতরাং কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রজা হইলে যেমন তাহাকে তাহার খাজানা দিতে হইত, সেইরূপ এস্থলেও তাহাকে সেই ঔষধালয় প্রভৃতিকে দিতে হইতেছে।

বিবেচনা কর কোন ঔষধালয়ের নিমিত্ত এই রূপে ভূমিসম্বন্ধীয় বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, এবং যে প্রজা সেই ভূমি ব্যবহার করাতে খাজানা প্রদান করে, তাহার বাটি যদি সেই ঔষধালয়ের অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হওয়াতে পীড়াকালে সে তদ্দ্বারা কিছুই উপকৃত না হয়, তথাপি তজ্জন্য তাহার কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই, যেহেতু ভূমি ব্যবহার করার জন্যই তাহাকে খাজানা দিতে হয়, ঔষধালয়ের জন্য নহে, সুতরাং ঔষধালয় দ্বারা তাহার কোন

উপকার হউক বা না হউক, তজ্জন্য তাহার ক্ষুব্ধ হইবার বিষয় কি? তবে যদি ঔষধালয়ের নিকটবর্ত্তী তাহার বাটী হওয়াতে পীড়াকালে সে তদ্দ্বারা উপকৃত হয়, তাহা তাহার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু তাহার খাজানায় ঔষধালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় বলিয়া, প্রতিবাসীদিগের অপেক্ষায় ঔষধালয় দ্বারা তাহার অধিক উপকৃত হইবার ক্ষমতা আছে এমত নহে। বাস্তবিক তাহার ব্যয়ে কিছু ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে না।

সেই ভূমি যদি কোন ঔষধালয়ের নিমিত্ত প্রদত্ত না হইয়া, কোন বিদ্যালয়ের, কিম্বা দাতব্যালয়ের অথবা অন্য কোন মঙ্গলদায়ক বিষয়ের নিমিত্ত প্রদত্ত হইত, তাহা হইলেও উক্ত প্রজার এরূপ বলিবার ক্ষমতা নাই, যে আমার ব্যয়ে ঐ মাঙ্গলিক বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, অথবা অন্যের অপেক্ষা উহা দ্বারা আমার অধিক উপকৃত হইবার ক্ষমতা আছে।

কখন কখন এরূপও হইয়া থাকে, যে কেহ তাঁহার কোন একটি বিষয় দান না করিয়া, অর্থাৎ তাঁহার কোন একটি বিষয়ের সমুদায় উৎপন্ন ধন দান না করিয়া, তাহার কিয়দংশ কোন কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে দান করিয়া যান। বিবেচনা কর, তাঁহার একটি বিষয়ের বাৎসরিক এক সহস্র টাকা খাজানা স্বরূপ আয় আছে, সেই সহস্র টাকা হইতে পাঁচশত টাকা তিনি বাৎসরিক কোন বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দান করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র

পৌত্র প্রভৃতি যাঁহার হস্তে যখন সেই বিষয় থাকিবে, তখন বৎসর বৎসর তাঁহাকে সেই পাঁচ শত টাকা বিদ্যালয়ার্থ দিতে হইবেক। যদি তাঁহাদিগের কোন দোষে সেই বিষয় বিক্রয় হইয়া যায়, তবে যিনি সেই বিষয় ক্রয় করিবেন, তাঁহাকেও প্রতি বৎসর পাঁচ শত টাকা সেই বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দিতে হইবেক। সুতরাং এমন স্থলে ক্রেতা কখনই সেই বিষয়ের সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করিবেন না, বাৎসরিক পাঁচ শত টাকা উপস্বত্বোপযোগী ভূমির মূল্য বাদে টাকা দিবেন, কারণ তিনি জানেন, যে পাঁচ শত টাকা বাৎসরিক তাঁহাকেও সেই বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দিতে হইবেক। ক্রেতা সেই বিদ্যালয় দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হউন বা না হউন, বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে তিনি ভারাক্রান্ত হইয়াছেন একথা তিনি কখন বলিতে পারিবেন না; কারণ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত তিনি যে টাকা দেন সে টাকা তাঁহার নহে, এবং কস্মিনকালে সে টাকা তাঁহার থাকিবারও কোন ক্ষমতা নাই।

অতএব, সাধারণের মঙ্গলার্থে যিনি যাহা কিছু দান করেন, তাহা কখনই সর্ব্বসাধারণের বা ব্যক্তিবিশেষের করস্বরূপ নহে, কারণ তাহাতে কাহারই কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

১১ পাঠ।

মনুষ্যের পরস্পর কর্ম্মের সংশ্রব।

প্রথম পাঠ।

পূর্ব্বলিখিত এক পাঠে ইহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে পরিশ্রমের মূল্যনির্দ্ধারণবিষয়ে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায় এবং অশেষ অমঙ্গলের কারণ। সেইরূপ ভাড়া দেওয়া ও ভাড়া লওয়া এবং ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি ধনসংক্রান্ত বিষয়েও গবর্ণমেন্টের কোন সংশ্রব থাকা তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলের বিষয়।

কিন্তু যাহারা রাজকীয় কর্ম্মচারী নহে, যাহাদিগের হস্তে রাজকীয় কোন ভারার্পিত নাই, তাহারা যখন ঐক্য পূর্ব্বক সম্বদ্ধ হইয়া প্রতিবাসীদিগকে শাসন করিতে, এবং কে কত পরিশ্রমের মূল্য পাইবে, এবং কে কি প্রকারে তাহার বিষয় বিভব ক্রয় বিক্রয় করিবে, তাহা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়, তখন তদ্দ্বারা যে অপরিসীম অপকার হইয়া থাকে তাহা বর্ণনাতীত।

দেখ! অস্মদ্দেশে ধান্য কিম্বা অন্য কোন শস্য কর্ত্তন করিবার সময়ে, কখন কখন এক গ্রামের পরিশ্রমী লোকেরা অপর গ্রামের কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আইসে, তখন সেই গ্রামের কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের পরিশ্রমী লোকেরা, তাহাদিগের পরিশ্রমের

মূল্য ন্যূন হইবার আশঙ্কায়, ভিন্নগ্রামনিবাসী পরিশ্রমী লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দেয়। বিলাতেও পরিশ্রমী লোকেরা অপরাপর গ্রামের পরিশ্রমী লোকদিগের প্রতি বিবিধপ্রকার কর্ম্মে এইরূপ অথবা ইহার অপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়া থাকে। যদি বস্ত্র কিম্বা সূতা প্রভৃতি কর্ম্মের সৌকর্য্যার্থে কোনপ্রকার নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি হইল, তাহারা কখন কখন অত্যাচার দ্বারা সেই যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইতে দেয় না। কারণ তাহারা বিবেচনা করে, যে ঐ সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কোনপ্রকার যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইলে, তাহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য ন্যূন হইয়া যাইবে। ইহা যে তাহাদিগের বিষম ভ্রম, এবং এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে যে নিদারুণ দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহা তাহারা একবার বিবেচনা করে না। এ বিষয়ের ফলাফল অষ্টম পাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বিস্তার পূর্ব্বক উল্লিখিত হইয়াছে।

অনেক স্থানে কোন কৃষক ভূমির খাজানা না দেওয়াতে, অথবা আলস্য বশতঃ ভূমির উত্তমরূপ পরিপাটি না করাতে, ভূস্বামী সেই ভূমি অপর এক জন পরিশ্রমী ও সজ্জন কৃষককে দিতে ইচ্ছুক হইলে, পূর্ব্ব কৃষক সেই গ্রহণাভিলাষী কৃষককে প্রহার ও বধ প্রভৃতি অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া লইতে দেয় না।

অপর অনেক ব্যবসায় স্থলে পরিশ্রমী লোকেরা আপ-

গেদিগের অধিক বেতন প্রবল রাখিবার জন্য অন্য কাহাকে সেই ব্যবসায় শিক্ষা করিতে দেয় না। যদি ব্যবসায়স্বামী সেই কর্ম্ম শিক্ষার্থে কোন লোককে আনয়ন করেন, তবে তাহারা তাহাতে বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়। প্রভু যদি তাহাদিগের প্রতিবন্ধকতা গ্রাহ্য না করেন, তবে তাহারা কর্ম্ম করিবে না বলিয়া একবাক্য হইয়া দলবদ্ধ হয়, এবং অন্য কেও সেই কর্ম্ম করিতে দেয় না। ইহাতে অনেক দুঃখী লোক সেই সকল কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া উপজীবিকা আহরণ করিতে সমর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত অনেক স্থলে পরিশ্রমী লোকেরা তাহাদিগের বেতনের হার বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, সকলে ঐক্য হইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত করে। ঐক্য হইয়া তাহারা তাহাদিগের বেতনের হার যাহা নির্দ্ধারণ করে, সেই হারে যদি তাহাদিগের প্রভু বেতন দিতে সম্মত না হন, তবে তাহারা কর্ম্ম করিতে অসম্মত হয়। এবং অলসাবস্থায় অনাহারে থাকিতে ইচ্ছুক হয়, তথাপি তাহাদিগের ইচ্ছানুরূপ নির্দ্ধারিত হারের ন্যূন বেতনে কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হয় না। যদি কেহ সেই হারের ন্যূনে কর্ম্ম করিতে চায়, তবে তাহাকে নিদারুণ পীড়নের ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করে। এরূপ ঐক্যবাক্যকে ধর্ম্মঘট বলে। এমত অবস্থায় সুতরাং ব্যবসায়স্বামীকে তাহাদিগের ইচ্ছানুরূপ বেতন দিতে বাধ্য হইতে হয়।

পরিশ্রমী লোকদিগের এরূপ ধর্ম্মঘট দ্বারা ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়কার্য্য নির্ব্বাহ করা সঙ্কটিন হইয়া উঠে।

ব্যবসাই এক কালে রহিত করিলে সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবা সম্ভাবনা, এজন্য ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছানু রূপ বেতন দিতে অগত্যা সম্মত হইতে হয়। পরিশ্রমী লোকদিগেরও ইহাতে বড় সামান্য ক্ষতি হয় না : দেখ তাহাদিগকে সর্ব্বদাই দলের সরদারের অধীনে থাকিতে হয়। সরদারের অনিচ্ছায় তাহারা প্রায় কিছুই করিতে পারে না। এমন কি অশন, বসন, উপার্জ্জন প্রভৃতি সকল বিষয়েই সেই সরদারের কর্ত্তৃত্বে থাকিতে হয়। সরদারের অনিচ্ছায় কখন কখন তাহাদিগকে সম্পূ অলসাবস্থায় থাকিতে হয়। অধিক আর কি বলিব, কখন কখন সপরিবারে অনাহারে পর্য্যন্তও থাকিতে হয়। সরদারদিগের ভরণ পোষণার্থ পরিশ্রমী লোকদিগের ক স্বরূপ কিঞ্চিৎ ধন দিতে হয়; যদি এই ধন দিতে কোন প্রকারে ত্রুটি হয়, তবে তাহারা অতি নিদারুণ গুরুতর দণ্ড ভোগ করে।

এখানকার ন্যায় বিলাতস্থ পরিশ্রমী লোকেরাও ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া এক এক জন সরদারের অধীন হইয়া তাহা দিগের প্রভুর নিকট হইতে ইচ্ছানুরূপ বেতন গ্রহণ করে। সরদারদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকায়, আমাদিগে পরিশ্রমী লোকদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও ঐরূপ নানা বিষয়ে নানাপ্রকার গুরুতর কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কি চমৎকার! যে ইংরাজ জাতির স্বাধীনতার অভিমানে সীমাপরিসীমা নাই, যাঁহারা ক্রীতদাসবিক্রয়ের নিমি

মনুষ্যের পরস্পর কর্ম্মের সংস্রব।

আমেরিকান ও রুসিয়ানদিগকে ঘৃণা করেন, এবং যাঁহারা প্রজাদিগের উপর একাধিপত্য থাকার নিমিত্ত তুর্ক ও পারসিয়া রাজ্যের রাজাদিগের প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ পরিশ্রমোপজীবীরা কি প্রকারে এতদপেক্ষা অধিক অপকৃষ্ট এক এক সরদারের সম্পূর্ণ অধীনে থাকা শ্রেয়ঃকল্প বোধ করে, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দ্বিতীয় অংশ।

পূর্ব্বলিখিত অষ্টম পাঠের প্রথম অংশে ইহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে দেশের ও পরিশ্রমী লোকদিগের মঙ্গল দেশের মূলধনের আধিক্যের উপরেই নির্ভর করে; এবং দেশের মূলধনসম্পন্ন লোকেরা যখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জারমানি প্রভৃতি সভ্য রাজ্যের লোকের ন্যায়, স্বাংশে বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায়াবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহারা প্রত্যেকেই শত শত পরিশ্রমোপজীবী লোককে নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন। এমন স্থলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাঁহার পরিশ্রমী লোকদিগের নিপুণতা ও প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে বেতন দিতে বাধ্য হয়েন। কারণ, যদি তিনি অল্প দেন, তাহা হইলে তাহারা অধিক

পৌঁছিবার আগেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে কর্ম্ম করিতে যাইবে; যদি অধিক দেন, তাহা হইলে লাভ না হইয়া বরং ক্ষতি হইবে; এবং যদি যোগ্যতা বিবেচনা না করিয়া সকলকেই সমান দেন, তাহা হইলে নিশ্চয় উত্তম পরিশ্রমী কর্ম্মচারিগণ অল্প এবং অধমগণ অধিক পাইবে। ইহাতে এই ফল হইবে, যে উত্তম পরিশ্রমীরা নিরুৎসাহ হইয়া কখনই সমুচিত পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া উত্তম রূপে কর্ম্ম করিবেক না।

সকল কর্ম্মেই উত্তম পরিশ্রমীদিগের সংখ্যা অল্প। যদিও কোন কোন কর্ম্মে অনেকেই বিশেষ যোগ্যতা প্রকাশ করিতে পারে বটে, তথাপি তন্মধ্যে কেহ কেহ অধিক বুদ্ধি, পরিশ্রম, বা যত্নের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। এরূপ শ্রেষ্ঠ পরিশ্রমীদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, সুতরাং তাহাদিগের বেতনও অধিক। ইহাতে অনেক কুস্বভাব পরিশ্রমোপজীবী হিংসাপরবশ হইয়া, আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, নানা অল্পবেতনভোগী সঙ্গীদিগের মনে সেই হিংসা উদ্দীপন করিয়া দিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করে। তাহারা ভ্রাতাদিগকে কহে, যদি তাহাদিগের সকলেরই বেতন সমান হয়, এবং তাহাদিগের মধ্যে কাহারো অল্প বা কাহারো অধিক পরিশ্রম করিতে না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের পক্ষে বিস্তর মঙ্গল হইতে পারে। আরো কহে, যদি এই কার্য্যালয়ের পরিশ্রমীদিগের

সংখ্যা অল্প হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের বেতন নিশ্চয় বৃদ্ধি হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাহারা তাহাদিগের মনে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়, যে যদি প্রভু তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া সেই পরিমাণে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু সেই দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিলে তাহা অল্প পরিমাণে বিক্রয় হইবে; অথবা আর বিক্রয় না হইয়া প্রভুর বিস্তর ক্ষতি হইবে, ইহা তাহারা এক প্রকার বিবেচনা করে না।

এই রূপে তাহারা সঙ্গ এবং অন্যান্য কার্য্যালয়ের পরিশ্রমীদিগকে আপনাদিগের মতে আনিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া একত্রবদ্ধ হয়; এবং আপনারা দলপতি উপাধি লইয়া তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা স্বরূপ হইয়া বসে। কি প্রকারে দলস্থ লোকদিগকে চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে নিয়ম সংস্থাপন করা, এবং যাহারা সেই সকল নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়াই কেবল সেই সকল দলপতিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া উঠে। যে কার্য্যালয়ের পরিশ্রমিগণ এই রূপে দল-বদ্ধ হয়, সেখানে প্রায়ই প্রায় নিম্নলিখিত চারিপ্রকার নিয়ম সংস্থাপিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—দলস্থ প্রত্যেকেই দলের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, দ্বিতীয়তঃ—যাহারা সেই দলভুক্ত নহে, তাহাদিগের সঙ্গে তাহারা কেহই কর্ম্ম করিবে না; এবং প্রভু যদি তাহাদিগকে

দলের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে না দেন, তবে তাহারা তাহার অধীনে কর্ম্ম করিবে না। চতুর্থতঃ—দলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দলস্থ প্রত্যেকেই কিছু কিছু অর্থ দান করিবে। এতদ্দ্বারা যে টাকা সংগৃহীত হয়, সেই টাকার অধি-কাংশই প্রায় দলপতিরা গ্রহণ করে। কে কোন্ প্রকার কর্ম্ম করিবে, প্রত্যহ কাহার কতটুকু কর্ম্ম করিতে হইবে, এবং প্রত্যহ কে কত উপার্জ্জন করিবে, তদ্বিষয়েও নিয়ম সংস্থাপিত হয়। যদি কোন প্রভু দলস্থ কাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে চাহেন, তবে দলের সম্মতি ব্যতীত পারিবেন না, তদ্বিষয়েও নিয়ম নিবদ্ধ হইয়া থাকে।

দলপতিরা এই রূপে ক্ষমতা লাভ করিয়া একপ্রকার আধিপত্য করিতে থাকে। যাহারা তাহাদিগের সেই আধিপত্যের প্রতিবন্ধক হয়, অথবা যাহারা তাহাদিগের [illegible] হইতে না চাহে, তাহাদিগের জীবন ও বিষয় [illegible]দের প্রতি অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগের [illegible] বৃদ্ধি সম্পন্ন করে। দলস্থ যে কেহ তাহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া না চলে, তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহার চক্ষু উৎপাটন কিম্বা তাহাকে বধ করে।

যখন দলপতিরা বেতন বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করে, তখন যদি তাহাদিগের প্রভু সকলের বেতন বৃদ্ধি করিয়া না দেন, অথবা কোন কর্ম্মচারীর দোষের নিমিত্ত দলের সম্মতি ব্যতীত তিনি তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন, কিম্বা তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা

করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্ম্ম পরি-
ত্যাগ করিতে দলস্থ সকল পরিশ্রমীকেই অনুমতি করে।
যদি কোন পরিশ্রমী তাহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন না
করিয়া তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতে চাহে, তাহা হইলে হয়,
তাহারা বলপূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত, নয় তাহাকে অপ-
মান, কিম্বা তাহাকে শমন ভবনে প্রেরণ করে; এবং
অন্য কাহাকেও তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতে আসিতে
দেয় না।

যখন এইরূপ পরিত্যাগ দ্বারা এক বা দুই কার্য্যা-
গারের পরিশ্রমীদিগকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, তখন দলের
সংগৃহীত কর স্বরূপ টাকা দ্বারা তাহাদিগের ভরণপোষণ-
কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমি-
ত্তই তাহারা কর স্বরূপে দলস্থ সকলের নিকট হইতে
কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করে। যৎসামান্য আহার পরি-
ধানের নিমিত্ত যাহা [illegible] কেবল
তন্মাত্র টাকা তাহারা প্রাপ্ত হয়। যদি দীর্ঘ কাল তাহা-
দিগকে কর্ম্মশূন্যাবস্থায় থাকিতে হয়, তাহা হইলে
তাহাও পায় না। তখন তাহারা তাহাদিগকে নিজ নিজ
শয্যা, তৈজসাদি এবং পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিতে
বাধ্য করে। অবশেষে তাহাদিগের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়া
উঠে, যে তাহারা তাহাদিগের বাসকুটীর পর্য্যন্ত বিক্রয়
করে, এবং এক গৃহে তিন চারি জনের পরিবার একত্রে
অনাহারে থাকে।

তাহাদিগের পূর্ব্বতন প্রভু সকল পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইলেও দুরাত্মা দলপতিদিগের অত্যাচারভয়ে, নিদারুণ দারিদ্র্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও, কেহ কর্ম্ম স্বীকার করিতে সাহসী হয় না। আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও এই সকল পরিশ্রমী লোকদিগের অধিক দুরবস্থা সংঘটন হইয়া থাকে। কারণ ক্রীতদাসদিগের প্রভুরা স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে সুস্থশরীরী এবং সবল রাখিবার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য প্রদান করে, কিন্তু ঐ সকল দুরাত্মা দলপতিরা তাহাও দেয় না। এই বিষম ক্লেশ এবং দুরবস্থাতে তন্মধ্যে অনেকের প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে।

পরিশেষে যখন দুরাত্মা দলপতিরা দেখে, যে সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা কর্ম্মচ্যুত দলভুক্তদিগের যৎসামান্য ভরণ পোষণ পর্য্যন্ত সংকুলান হয় না, এবং তাহাদিগের পূর্ব্ব প্রভুরা কোন ক্রমেই তাহাদিগের ইচ্ছায় সম্মত হইতে চাহেন না, তখন তাহারা মৃতকল্প অবশিষ্ট দলস্থদিগকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত অনুমতি করে। এমন স্থলে এরূপ ধর্ম্মঘটকে নিষ্ফল ধর্ম্মঘট কহে। কিন্তু যদি ধর্ম্মঘট দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়াতে ব্যবসায়ী এবং পরিশ্রমীদিগের বিষম দুরবস্থা সংঘটন করিয়া সমুদায় দেশের [illegible] দশা উপস্থিত করে, সেরূপ ধর্ম্মঘটকে [illegible] ধর্ম্ম-ঘট বলে।

এই ফল দর্শিয়াছে, যে অনেকানেক বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায় এক কালে চিরকালের নিমিত্ত রহিত হইয়া গিয়াছে। আয়র্লণ্ড রাজ্যের প্রধান রাজধানী ডব্লিন এক সময়ে জাহাজ নির্ম্মাণের প্রধান স্থান ছিল। এক্ষণে তথায় একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ হওয়া দূরে থাকুক, একখানি মেরামৎ পর্য্যন্তও হয় না। কারণ পরিশ্রমীদিগের ধর্ম্মঘট-সূচক অত্যাচারে জাহাজব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেকে নিধন হইয়া জাহাজের ব্যবসায় এক কালে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা এক কালে নির্ধন না হইয়াছেন, তাঁহারা ডব্লিন পরিত্যাগ করিয়া লিবপুল অথবা লণ্ডন নগরে আসিয়া উক্ত ব্যবসায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। পূর্ব্বে উক্ত নগরে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহসজ্জার বিস্তর উত্তমোত্তম দ্রব্য প্রস্তুত হইত, কিন্তু এক্ষণে তথায় তাদৃশ উৎ প্রায় কিছুই নির্ম্মিত হয় না। গৃহসজ্জার উপযোগী উত্তমোত্তম কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য সকল লণ্ডন নগর হইতে তথায় প্রেরিত হইতেছে। আয়র্লণ্ড রাজ্যের মধ্যভাগের উৎপন্ন দ্রব্য সকল ডব্লিন নগরে সহজে এবং অল্প ব্যয়ে আনিবার নিমিত্ত বহু ব্যয়ে দুইটি খাল খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু নাবিকদিগের ধর্ম্মঘটসম্বন্ধীয় অত্যাচারে ঐ খালদ্বয়ের ব্যবহার একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নাবিকদিগের আলস্য, সুরাপান, অসাবধানতা এবং অপহরণ প্রভৃতি দোষের নিমিত্ত প্রভু তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে, অথবা রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে পারে

না, এইরূপ নানাবিধ উৎপাতে কেহই সেই খাল দিয়া কোন দ্রব্য আনয়ন অথবা প্রেরণ করিতে চাহেন না। ইংলণ্ড রাজ্যে যাহারা কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে মানস না করে, তাহারা কোন কোন বণিকের অথবা অন্য কোন ব্যবসায়ীর নিকটে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! আয়র্লণ্ড রাজ্যে এরূপ সুবিধা একপ্রকার কিছুই নাই। পরিশ্রমী লোকদিগের অত্যাচারে ব্যবসায়ী ব্যক্তি তথায় কোন ব্যবসায়ই অবলম্বন করিতে চাহেন না। এজন্য সকলকেই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা আহরণ করিতে হয়। কিন্তু অপর্য্যাপ্ত ভূমি না থাকাতে সকলেই প্রচুর পরিমাণে ভূমি প্রাপ্ত হয় না। এ নিমিত্ত ভূমি লইয়া সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ ও হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইয়া থাকে।

অতএব বিবেচনা কর, এরূপ ধর্ম্মঘট দ্বারা কি অনির্ব্বচনীয় মহানিষ্ট হইয়া থাকে! যে দেশে এইরূপ ধর্ম্মঘটের আতিশয্য থাকে, সে দেশের সৌভাগ্যশশী চিরকালের নিমিত্ত শীঘ্র ঘোরতর দুরবস্থারূপ মেঘ দ্বারা আবৃত হয়। ধর্ম্মঘট বিষয়ে যাহারা লিপ্ত থাকে, তাহারা যে তদ্দ্বারা কেবল আপনাদিগের মন্দ করে এমন নহে, অন্যেরও বিস্তর ক্ষতি করিয়া থাকে। দেখ! ঐ অত্যাচারের ভয়ে ধনী ব্যক্তিরা কোন ব্যবসায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, সুতরাং ইহাতে অন্যান্য দুঃখীলোকেরা কর্ম্মাভাবে বিষম কষ্টানলে দগ্ধ হয়।

মনুষ্যের পরস্পর কর্ম্মের সংগ্রহ।

ইংলণ্ড ও আয়লণ্ড রাজ্যের পরিশ্রমী লোকদিগের ধর্ম্মঘটসূচক অত্যাচারের বিষয় বিবেচনা করিলে সকলেরই স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যে ঐ সকল রাজ্যে দুঃখী লোকেরা দুঃখীদিগের উপর যত অনিষ্ট করিয়া থাকে, সুশাসনশূন্য অসভ্য দেশে ধনী ব্যক্তিরা দুঃখীদিগের প্রতি কখনই তত করেন না। যদিও অসভ্য দেশে শাসনকর্ত্তাদিগের স্বার্থপরতা, পাষাণহৃদয়তা এবং মূর্খতা প্রভৃতি দোষের জন্য তাঁহাদিগের দ্বারা বিস্তর কুকর্ম্ম কৃত হয় বটে, কিন্তু পরিশ্রমী লোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহাদিগকে তাহাদের শাসনকর্ত্তা স্বরূপ নিযুক্ত করে, তাহারা উক্ত শাসনকর্ত্তাদিগের অপেক্ষা অধিক স্বার্থপর, পাষাণহৃদয় এবং মূর্খ হওয়াতে তাহাদিগের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক কুকর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে ইচ্ছা করিলে তাহারা অনায়াসেই তাহাদিগের অনিষ্টাপাতের কারণ স্বরূপ শাসনকর্ত্তাদিগকে দূরীকৃত করিতে পারে। ফলতঃ যখন তাহাদিগের প্রবোধচন্দ্র উদয় হওয়াতে আপন আপন স্বার্থ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে, তখন তাহারা কখনই ঐরূপ মহানিষ্টাপাতের মূলীভূত ধর্ম্মঘটচক্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের শাসনকর্ত্তা আপনাদিগকে নিযুক্ত করিবে না,—রাজ্যসম্মত রাজাকেই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা বলিয়া গণ্য করিবে,—তাঁহার স্থাপিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করাই [illegible] জ্ঞান করিবে,—কেবল তাহাদিগের নিজ মঙ্গলসূচক

মনুষ্যের পরস্পর কর্ম্মের সংশ্রব।

কোন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে, অথবা সাধারণের অনিষ্টকারক কোন প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইবেনা,- এবং যে কেহ প্রতিবাসীদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করিবে, সাধ্যানুসারে তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। অধিক আর কি কহিব, তখন তাহারা আপনাদিগের এবং দেশস্থ সকলের যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অপ্রতিহতচিত্ত হইবে, অর্থাৎ কেহ কোনপ্রকারে প্রতিবাসীদিগের অনিষ্ট না করিয়া, সকলেই আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার সময় পরিশ্রম বুদ্ধি প্রভৃতি নিয়োগ করিতে পারিবে, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইবে।

সমাপ্ত।